পাকামাড় বর্ষশেষ প্রকাশ,

যাদবচন্দ্র ঘোষাল,

১৮৬৫

বিজ্ঞাপন।

অধুনা সচরাচর যে সকল পুস্তক মুদ্রিত হই-তেছে তাহা দেখিয়া শুনিয়া আমিও সাহস পূর্ব্বক এই পঞ্চাশৎ বর্ণার্থ প্রকাশ মুদ্রিত করিলাম। ইহাতে প্রতি বর্ণার্থ স্থলেই পরমার্থ বিষয় প্রকাশিত হইয়াছে। সহসা অধ্যয়ন করিলে যদিও সুকঠিন বোধ হয় তথাপি মনঃসংযোগ করিয়া পর্য্যালোচনা করিলেই সেই পারমার্থিক মাধুর্য্য অনুভূত হইবেক সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ যে সকল শব্দ এই পুস্তকে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার আশু বোধ সৌকর্য্যার্থ তৎ সমস্ত শব্দেরই অভিধান সঙ্কলিত করিয়া পুস্তকের শেষভাগে মুদ্রিত হইল। এক্ষণে আপামর সাধারণে ইহার এক এক খানি পুস্তক গ্রহণ পূর্ব্বক পাঠ করিলেই শ্রম সফল জ্ঞান করিব। অলমতিবিস্তরেণ।

তাং ১৫ শ্রাবণ
অব্দ ১২৭২।

শ্রীযাদবচন্দ্র ঘোষাল।

পঞ্চাশৎ বর্ণার্থ প্রকাশী

অ, (পুং) আদ্যস্বর; বিষ্ণু; নিষেধ; যে শব্দের পূর্ব্বে থাকে তাহার অর্থের অন্যথা হয়।

অনাদি অগোচর অচ্যুত অনন্ত।
অকল অখিল অপশুক অচিন্ত॥
অসীম অদ্ভুত অন্নদ অনুগ্রাহক।
অনুপম অধিপতি অধিস্থান অভ্রক॥
অগ অদ্রি অপাংপতি অদ্রিকীলা অক।
অম্বর অধঃ অধিষ্ঠাতা অম্বু রক্ষক॥
অষ্টাঙ্গ অবনতিতে অস্মদের অর্থনা।
অদ্বয় তব অঙ্গজই মম অর্চ্চনা॥
অর্চ্চা অর্চ্চকগণ করেন অভ্যর্থনা।
অষ্টমঙ্গলে অর্চ্চা অঘোরাদি অর্চ্চনা॥
অবয়ব আছে অব্যক্ত অচিৎ অর্চ্চক।
অধম অঘ অর্ণবে অন্ধ অন্ধক॥
অনুতাপী দেখ অপরা যিহুদা দেশ।
অশ্বশালায় অবতীর্ণ অববাণ বেশ॥

অর্দ্ধ অদ্ভুত অতিদান অবয়ক র্মব।
অষ্টে পৃষ্ঠে অস্ত্রবা অস্বন্ধারা অঙ্গ শব ॥
অভিষিক্ত হৈয়া অগতি অধম লাগি।
অবহনন অবশেষেতে অঘ ভোগি ॥
অপীব্য অপরূপ উত্তমর্ণ খ্রীষ্ট গো।
অহক মাথা অংহ্রি অর্হ অন্তে পাই গো।

আ, (স্ত্রী.) আকার; দ্বিতীয় স্বরবর্ণ

আমার আদ্দাশ যেশু কর হে আস্তিক।
আগস্ আকরে আকার অঘ আত্যন্তিক।
আদিম আদম আগস্ আনিল আগে।
আবাল বৃদ্ধ বনিতা আদ্যন্ত ঐ ভোগে ॥
আঁখি আঁধার হইল আম্বার আক্রোশ।
আরাতি আশীবিষের আশাও সন্তোষ ॥
আগুনের আতসেতে আত্ম আর্ত্তনাদ।
আশু শুক্ষণি আসিদ্ধ অনন্ত প্রমাদ ॥
আশু ধর যেশু আত্মা আভীল মোচন।
আহুতি আদ্যন্ত যেশু আস্যে আঘোষণ ॥
আত্বিজ্য খ্রীষ্টেই পিতার প্রতিম মূর্ত্তি।
আপনি আহুতি দিলেন আত্মা আকৃতি ॥

আস্থা কর আস্তিক হৈয়া আত্মজগণ।
আরাম স্বর্গারাম পাইবে আমোদন॥
আশীর্ব্বাদ কেবল ও আক্ষেপ মোচন।
আশ্রয়ে আশ্রিত রবে খ্রীষ্ট আলোকন॥

ই, (পুং) ইকার; তৃতীয় স্বরবর্ণ; খেদ; মনস্তাপ।

ইকারে ডাকি ইঃ ইঃ সদাই ইকার।
ই ঘুচাই ইদানীং ইলিকা ইকার॥
ইহলোকে ইন্দ্রিয় বা ইতস্ততঃ ভ্রমি;
ইষ্ প্রভু ইষ্ট ইদং ইন যেশু তুমি॥
ইজ্যা দিয়া ইজ্যাশীল ইচ্ছায় হইলা।
ইষ্টি কৈলা ইষ্টিতে প্রাণ ইজ্যা করিলা॥

ঈ, (স্ত্রী.) ঈকার; চতুর্থ স্বরবর্ণ; কন্দর্প।

ঈক্ষণে ঈশ্বর যেশু খ্রীষ্ট ক্রুশাসন।
ঈশ্বরাত্মা ঈষৎ মনে ঈপ্সিত পূরণ॥
ঈড্য ঈশ্বর আপনি ঈড়া সবে কর।
ঈক্ষক ঈষৎ ঈক্ষণ কর ঈশ বর॥

উ, (পুং) উকার; পঞ্চম স্বরবর্ণ; মহাদেব; রোষোক্তি;

উল্লঙ্ঘনেতে উপদেষ্টার উপদেশ।
উদাহরণ দেখ উচ্ছন্ন যিহুদীয় দেশ॥

উদার উচ্চমনা উদারাখ্যা উরণ ।
উদধি মেখলাতে উর্ব্বীশ্বর উবন ॥
উধার শোধি উত্তোলক ঊর্দ্ধে উদয়ন ।
উড়ুপথে মহান উষ্ণাংশু উদ্দীপন ॥
উদৈ্যেমুষ্টি যেশুখ্রীষ্ট নাম উদীরণ ।
উৎস উদ্ধারের উদ সদা উৎপ্লবন ॥
উদন্যা উৎপাদক উৎপাদিকা উভয় ।
উদকদান যেশুর উপান্তে অভয় ॥
উরণের উদ নহে উরণ উদার ।
ঊর্দ্ধমুখে উজমনে পান কর তাঁর ॥
উরচ্ছদ ঐ উশী খ্রীষ্ট উদারাখ্যা তাঁর ।
উত্রাস জাবে উত্তরাধিকারী তাঁহার ॥
উদ্গীত উচ্চৈঃশব্দে উজ্জৃম্ভ উপজাত ।
উদয়াস্ত নাই তথা যেশুই উদ্যোত ॥
উত্তরকালার্থে উত্তরসাধক উনি ।
উপায় চাও যদি উপসন্ন এখনি ॥
উক্ত তাঁর উক্তি উপেক্ষাকারী উর্ব্বীর ।
উহারা উপাসক উদ উষর্ব্বুধ বীর ॥
উগ্রচণ্ডা উগ্রশেখরা উমা পতির ।
উমাসুত উরুগায় ও উমা দেবীর ॥

উচ্চদেব উর্ব্বশী উরগ* উড়ুপতি।
উষ্ণাংশু কে নানা উপচার দিয়া স্তুতি॥
উপাসনার ফল উদর্চ্চিরঃ উত্তাপ।
উপায় হীন উপতপ্ত নরকে শাপ॥

ঊ, (পুং) ঊকার; ষষ্ঠ স্বরবর্ণ। চন্দ্র।
ঊর্দ্ধস্থ পিতার উৎসঙ্গে ঊর্দ্ধলোকে বাস।
ঊররি তব ঊর্দ্ধে লহ এ ঊন দাস॥
ঊনবুক উরণ আমি ঊর্জ্জস্বল অরিণ
ঊর্জ্জস্বী কর ঊর্দ্ধের ঊর্জ্জিতব ঊরী॥

ঋ, (স্ত্রী.) ঋকার; সপ্তম স্বরবর্ণ; অদিতি।
ঋজু ঋণমৎকুণ বাঁচাও ঋণ দায়।
ঋণময় যেশু ঋতে মোর বপু জায়॥
ঋত্বিক খ্রীষ্ট ওঋণ মার্গণ আপনি।
ঋত জানি ঋক্য প্রভুগো কর অঋণ॥
ঋভুক্ষার বাধক বৈরি ঋক্ষের ঋষ্টি।
ঋক্ষ ন্যায় ঋক্ষ প্রায় লৈয়া তীক্ষ্ণঋষ্টি॥
ঋণমুক্তি দিলা ঋণদাতা ক্রুশোপরি।
ঋণশোধ কৈনা রক্তমাংসে কালহরি॥

ঋ, (স্ত্রী ·) ঋকার ; অষ্টম স্বরবর্ণ ।

ঋকার নাম ঋভুক্ষা ঋকারের শ্বর ।
ঋকার বাসি হে যেশু ঋকার উপর ॥

ঌ, (ক্লীং) ঌকার ; নবম স্বরবর্ণ । বেদ ।

ঌকারবেদ ঌকার জয়ী ঈশবর ।
ঌকার পাটে বুঝেনা যেশুর ঌকার ॥

ৡ, (স্ত্রীং) ৡকার ; দশমস্বরবর্ণ । দেবের মাতা ।

ৡকার তনয় ৡকার মাতা ৡকার ।
ৡকার স্বরূপা ৡ পদতলে তাঁহার ॥

এ, (বিং) একার , একাদশস্বরবর্ণ : এই , নিকটবর্ত্তী

একতম একই একপদী শ্রী যেশু ।
একচিত্তে একগুরুর এতাহি আশু ॥
একেশ্বর যেশু এষ আমার এরস ।
এতদঙ্গে এত ভার এ ইন্দ্রিয় দশ ॥
একাদশের একাঙ্গ হব এক যোনি ।
এদাসে এড়ক কর ধর্ম্মাত্মা জননী ॥
এড়াব এ জঞ্জাল একান্তে যেশুতে ।
একি ত্রাণ একাবিপত্তির প্রাণদানেতে ॥

ঐ, (বিং) ঐকার ; দ্বাদশ স্বরবর্ণ । স্মরণার্থ ;

ঐহিক ঐন্দ্রিয়ক ঐশ্বর্য্য ঐন্দ্রিজালিক ।
ঐশিক ঐকান্তিক ঐ সুখ ঐশ্বরিক ॥
ঐশিক ঐশ্বর্য্য ঐ মাধুর্য্য যেশুতে ।
ঐ'রি ঐ ছায়াবৎ ঐ পশ্চাৎ ঐ গো সঙ্গেতে ॥

ও, (বিং) ওকার ; ত্রয়োদশ স্বরবর্ণ ; এবং ; সমুচ্চয়ার্থ

ওহে যেশু ওষ্ঠাধর মুক্তি দেহ দান ।
ওষ্ঠে ওজস ওটন গুণ করি গান ॥
ওকঃ হীন আমি দেহ কাল বরি ওকঃ ।
ওষ্ঠাগত প্রাণ পাপে নাহি পাই ওকঃ ॥
ওঝা প্রভু ওতপ্রোত ও বিষেতে মরি ।
ওঝানি করেছো তব রক্তে বিষহারি ॥
ওরস্বা ওঁ অ উ ম ত্রিত্ব দেবগণ ।
ওমণ ও ওষ্ঠাধর ওক্ষাণ এষণ ॥

ঔ, (বিং) ঔকার ; চতুর্দ্দশ স্বরবর্ণ ;

ঔচ্চ সর্ব্বোপরি ঔৎকর্ষ ঔদার্য্য যেশু ।
ঔরগ ঔৎপাতিকে ঔচিত্য দণ্ড আশু ॥
ঔবলে ঔরৎ ঔরগ ঔপম্য রাখিল ।
ঔ পাধিক গেল ঔৎকট্য ঔর্ব্বে দহিল ॥

অং, অনুস্বার।

অংশু ধর যেশু মনে, দেহ অংশু জ্বালি।
অংহ অংহিতে নাশিও অংসে ক্রুশ তুলি॥
অংশুমৎ অংহ্রি ও অঙ্গ রক্তেতে অঙ্কিত।
অংহ রাজাকে কর অংহ্রিস্কন্ধে চূর্ণিত॥
অংশল অংশুময় সর্ব্বাংশে অঙ্গী অঙ্গ।
অঙ্ককে রাখ ঐ অংহ্রি ছায়া অঙ্কে সঙ্গ॥

অঃ, বিসর্গ।

অঃ অঃ যাঃ যিহোবা যেশু এবপুঃ দুঃখ।
আয়ুঃ মোর ক্ষয় মনঃ দুঃখ দেহ সুখ॥

প্রথমসর্গ ককার।

ক, (ক্লীং) জল; মস্তক; (পুং) ব্রহ্মা;
বায়ু; সূর্য্য; আত্মা।

ক, ককার কন্দ যেশু কৃপয়া কলেবর।
কাশ্যপা কলুষময় করাল কঠোর॥
কলিন্দ খ্রীস্ট কলানিধি কৈলা কুশল।
কালবরি কটকীতে ক্রুশেতে কোমল॥
কি কৃপা কুর্পর হেতু কাঁটার কিরীট।
কৃতান্ত সম কালিঙ্গ কুল করে টিট॥

করে ও ক্রমে কীলক ক্রমিক রুধির।
করপুটে কয়েক কুলবতী অস্থির॥
ক্রন্দন করতঃ শোকে চক্ষে বহে নীর।
কায়াপ্রাণে ক্রতু করিলেন মহাবীর॥
কালিঙ্গকাল কালীর ফুরাইল কাল।
কৃপালুর ক্রমে কর্ষণ হইল ভাল॥
কম্প করি কালবরি কটকী বিদীর্ণ।
ককার ক্ষকার কম্পে হইল বিকীর্ণ॥
কৃপাময়ের কৃপার্থে করি হে কামনা।
কিঙ্করের কালবরি আশ্রয় বাসনা॥
ক্রূর কৃতান্ত কবল করে প্রায় অরি।
কাচুয়া ভুলায় ক্রুশ খ্রীষ্ট কালবরি॥
কৃতাঞ্জলি করতঃ করিতেছি করার।
করিয়াছি কঙ্করাধিক কত কদাচার॥
কটি কালাবধি ক্রমশঃই কত বার।
কুর্পরের কেবল কষ্ট কলুষ ভার॥
করিয়াছেন করার করিবো উদ্ধার।
করও ক্রম রাঙ্গা ঐ কারণ তোমার॥
কায়মনে করিতেছি কাকুতি ক্রন্দন।
কাঁধে ক্রুশকেতু করে করিব কীর্ত্তন॥

দ্বিতীয়সর্গ খকার।

খ: (ক্লীং) শূন্য ; বিন্দু ; আকাশ ;
(পুং) সূর্য্য ; দেবলোক।

খ, খগরতীর তুমি বিখ্যাত হে খ্রীষ্ট।
খগোলের খুল্লম খ্রীষ্টই খারা শ্রেষ্ঠ॥
খর্ব্ব হইয়া খ্রীষ্ট খ্যাতি খগবতীতে।
খিদ্যমানে খেদ করি খলে ফেল খাতে॥
খেদিতের ত্রাণের খনি যেশুই খাম।
খইনে পাপে পড়ি খোজি নাহি বিশ্রাম॥
খ্যাত খ্রীষ্ট খ্যাতি শুনিয়াছি আমি খোর।
খো মনে খেঁচাও যেশু দিয়া প্রেমডোর॥

তৃতীয়সর্গ গকার।

গ, (ক্লীং) গণেশ ; স্বর্গবাদ্যকর।

গকার গলস্তন সম গজ বদন।
গগন কুসুমদেব, গতপ্রভ, গণ॥
গগল ধ্বগ যেশু গতি বিহীনের গতি।
গতপ্রভ গন্ধমাতাতে যেশু গভস্তি॥
গরলীব গজ্জর্ন গুলফে টৈকলা ঘাতন।
গুণনিধি গুণ কৃতের গুণ গাওন॥

গড্ডলিকা গণে গদ গদ মনে গায়।
গণবন্ধে গমন করে পিছে পিছে ধায়॥
গুরুপাপি গণ্ডমূর্খ গৃহ মনি শূন্য।
গণ্যও নই গভস্তিহীন তৈল জন্য॥
গতায়ু যেশু কর গতার্থ গতিবিহীন।
গবেষণ করতঃ গৌরব গাই দিন দিন॥

চতুর্থসর্গ ঘকার।

ঘ, (ক্লীং) ঘণ্টা; ঠুন্ ঠন্ শব্দ।

ঘ, ঘকার ঘর ঘর বাজে ঘন স্বন।
ঘটনকর্ত্তা ঘৃণি যেশু হৈল্লা ঘাতন॥
ঘোর ঘাতকে ঘেরে দিল হস্তে পদে ঘা।
ঘনবীথি ঘনস্বন করে ঘন ঘন আঃ॥
ঘন ঘন ঘটিকা ঘাতক ঘৃণিতে।
ঘৃষ্ট হউক ঘাতন পাউক ঘুটিতে॥
ঘৃণিত লাগি যেশু রক্ত ঘর্ম্ম দেহেতে।
ঘরে ঘরে ঘোষাণ ঘোষণা হউক ঘটাতে॥

পঞ্চমসর্গ ঙকার।

ঙ, (পুং) বিষয়স্পৃহা ; ভৈরব।

ঙকার নাই যেশুর ঙকার পূরক।
ঙকার দান অরি ঙকার মারক॥
ঙকার মম ঙপদ রাঙ্গাযুগলপদ।
ঙকার পুনঃ নাশহ ঙকারের মদ॥

ষষ্ঠসর্গ চকার।

চ, (ক্লীং) শিব ; চন্দ্র ; চোর ; কচ্ছপ।

চকার চক্রভেদনীর যেশু চটুল।
চন্দ্রকান্তার চকারে চমকে ব্যাকুল॥
চেতনেশ্বর পাটান চিত্তাসঙ্গময়।
চার চক্ষুঃ খ্রীষ্ট চমৎকার তনয়॥
চিত্রোক্তি চটু চক্রাঙ্গজন কৈল শ্রবণ।
চিত্রকণ্ঠের ন্যায় চিদাত্মা অবতরণ॥
চেতনে সহিত চেতন চেতনেশ্বর।
চরণে বহে চর্ম্মজ অধ চক্রধর॥
চাহিলাম চর্ম্মজ চরণামৃত পান।
চিন্তনে চারুফল চোওন পাই দান॥
চুষণ করিয়া চৈতন্য হৈল চিত্ত।
চারি দিক চরণতলে চাই চ চ্যুত॥

চক্রপাণি চক্রমণ্ডলী চক্রভৃৎ চক্রী।
চণ্ডালিকা চারুগর্ব্বের জনক বক্রী॥
চরম হৈলো চণ্ডীর চত্তরের কাল।
চক্ষে দেখি চক্রধরের চুর্ণন ভাল॥
চক্রবাল চক্রবান্ধব চটুলা চঞ্চল।
চমুদূত চমূমেঘ চমূসজ্জা সকল॥
চন্দ্র চন্দ্রিকা চপলা চিকুর চমকিতে।
চিৎ চর্ম্মজ চিহ্নিত চরণ ধর চিত্তে॥

সপ্তমসর্গ ছকার।

ছ, (বিং) তরল; নির্ম্মল ঘট, সংখ্যা।
(পুং) গোপন; শিশু।

ছ, ভাবেতে ছত্বরে ভাবি ছ নহি ছার।
ছ কর ছার মনঃ ছ নচেৎ ছার খার॥
ছায়াভৃৎ যেশু কলুষ মাঝে ছটাম্বর।
ছাগ সম ছিছি লোকে খোজে ছিদ্রচর॥
ছাঁকনি মনা যাজকগণ কৈল ছল।
ছাঁদনে বান্ধে ছুর্পণে আনিল সৈন্যদল॥
ছমুণ্ড ছাওয়াল কৈল তাঁরে ছারবিগণ;
ছেপ দেয় ছড়িতে পিট চর্ম্ম ছিলন॥

ছুড় ছুড়িতে পড়ায় রুধিরের ধারা।
ছাত্রগণ ছত্রভঙ্গ যেশু ছাত্র হারা॥
ছেদিকের ছেদে ছটপটান কাতর।
ছিলোকে ছলে চাহিল বরব্বা তস্কর॥

অষ্টমসর্গ জকার।

জ, (পুং) শিব; বিষ্ণু; জন্ম; পিতা, মাতা; ভোগ, বিষ; আলোক; বেগ, ভূত; প্রেত, (বিং) শীঘ্র; ভুক্ত, জীত।

জয় জয় জগদীশ জীবের জীবন।
জীবের যেশু জীবাধান জীবের জীয়ন॥
জল্লাদ জোরে কালবরি জগতি ধরে।
জীবের জীবনাকরে দিল ক্রুশোপরে॥
জল্লুয়ের ঘা মারে গো যুগল করে।
জঙ্ঘাযুগ জন্যে জীবের শোণিত ঝরে॥
জনপদের জুতল জনব বল্লভ।
জিতেন্দ্রিয় জজ্ঞ জগৎ জয়ী দুর্লভ॥
জননী জনক জম্পতী সজল নয়ন।
জীবনান্ত দেখিয়া যাতনায় ক্রন্দন॥
জলি জলধর জগদ যোনি কম্পিত।
জ্যোতিষ্কা জনান্তিক যেশু জন্য তাপিত॥

জীবের অঙ্গ পূগ নাশিবারে জ্বলন।
জনাশন জম্ভভেদী হইল পতন॥

নবমীসর্গ ঝকার।

ঝ. (পুং) ঝঞ্ঝাবাত; জল; বর্ষণ; বৃহস্পতি
দৈত্যপতি; শব্দ; (ত্রিং) নিদ্রিত; নষ্ট।

ঝকারের ঝকার ঝকার করি নাশ।
ঝকার লোকেরা ঝটকাতে পায় ত্রাস॥
ঝঙ্ককে যেশু ঝটিতি দেন ঝড়দল।
ঝড় ঝটকা ঝট ত্রাসেতে ঝামরণ॥
ঝকারবৎ জীবে ঝাপনাতে অন্ধ প্রায়
ঝন ঝন যেশু ঝুণ্ড লোকের উপায়॥
ঝর্ঝর শোণিত ঝরে ক্রুশের উপরে
ঝল্ল কষ্ট গো ঝাঁঝরা মনাদের তরে॥
ঝাঝরির গুণ ঝরাইয়া সার অংশ।
ঝরণীপরে ঝাঁঙ্কঝানা অসার ভ্রংশী॥
ঝঞ্ঝা রূপ শমন ঝাড়েতে আসিবেক।
ঝম্পা শেষ দিনে ঝাঁকনেতে টানিবেক॥

দশম সর্গ ঞকার।

ঞ, (পুং) শুক্র ; বৃষ ; যোগী ; গান ; শব্দ .
ঞি, প্রত্যয়বিশেষ , ধাতুর অনুবন্ধ বিশেষ ;
প্রেরণার্থ বোধক।

ঞকার পশুলোকে ঞকার জাত কহে :
ঞকারের ঈশ্বর যেশু ঞকারে নহে
ঞকার আনন্দ ঞকারেতে দূতগণ।
ঞ, জয় জয় ঞকার শুনে রাখালগণ ॥
ঞ শুন দাসের ঞ তে কর আগমন।
ঞ করি সদা করহে ঞকার গ্রহণ ॥

একাদশসর্গ টকার।

ট, (পুং) শব্দ . বামন ; চতুর্থাংশ :

টকার মহাটকার এ টগুই কার।
টার ছেড়ে টকার টঙ্কারের টকার ॥
টেরচাভাবে দেখি টের পাইবার তরে :
টহলানে দেখি কাঁটার টোপর শিরে ॥
টেটার টোকরের ঘা কক্ষে বহে ধারা :
টাঙ্গান দেখি যুবা ক্রুশে গঞ্জাল মারা ::

টক্ টক্ টঙ্কন রাঙ্গা চরণ যুগল।
টুন্টক আমি টনকে টনক বিহ্বল॥
টের পাবে টোকক টুন্টক লোক যত।
টট্টুর বাজাবে দুত টানিবেক দ্রুত॥

দ্বাদশসর্গ ঠকার।

ঠ, (পুং) প্রতিমা; দেবতা; ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যবস্তু; শিব; মহাধ্বনি, অতিশয়শব্দ, চন্দ্রমণ্ডল; সূর্য্যমণ্ডল; শূন্য।

ঠকারের ঠকার ঠকার নির্ম্মাণিলা।
ঠক্কুর ঠাকুরাণী ঠকারেরে ঠাসিলা॥
ঠক ঠগানি ঠেঁটা ঠেকারকারিগণ।
ঠেলে লইবেই কি করে ঠেঁটে তখন॥
ঠেলন করেছো আজ্ঞা ঠৌর কর শীঘ্র।
ঠুলি দিয়া ঠকারে লইবে মৃত্যু ব্যাঘ্র॥
ঠেস কে তথায় ঠেকিবে ঠক ঠকীতে।
ঠাকর ঠিক কাঠে কাট ঠোসা অগ্নিতে॥
ঠকারের প্রভু শুনি সুঠকার ধ্বনি।
ঠুটা হস্ত ঠেঙ্গহীনে পদ দেন যিনি॥
ঠিকরি নহে প্রভু যেশু ঠিক সর্ব্বাগ্রে।
ঠৌর যাবে ঠেক নাহি পাবে ফির শীঘ্রে॥

ত্রয়োদশসর্গ ডকার।

ড, (পুং) শিব; শব্দ; ধ্বনি; ত্রাস, বাড়বাগ্নি বাদ্য; যন্ত্র বিশেষ।

ডকার ডমরে ডমরু ফেলে পলাকে।
ডকার পাইবে ডয়নে তূরীর ডাকে॥
ডয়নে ডাক শুনে ডরে ডরুক হবে।
ডকার ডাকিনীগণ ডলন হইবে॥
ডাক প্রচারক ডি ডি ডফে খ্রীষ্ট ভাই
ডকাধ্ব এইরূপে ঢোল চারি দিগে চাই।
ডাকার মত শমন ডয়নে ডাকিবে।
ডকার অনন্তানলে ডহরে ডুবাবে॥
ডাকি প্রিয়গণ ডঙ্কা বাজে ঘন ঘন।
ডরালুভাবে ডুকরণে সহিত মন॥
ডাকেন যেশু ডিম্ভক করিতে আশু।
ডিম্ভবৎ আমি ডলন যাই কর যেশু।

চতুর্দ্দশসর্গ ঢকার।

ঢ, (পুং) ঢক্কা; কুক্কুর; ধ্বনি।

ঢেঁড়রা যেশু নামের ঢের শুনেছে।
ঢকার লোকে ঢুনঢি ঢক্কারী ভজিছে।

ঢকারের মত ঢিল ধাও কাষ্ঠ ঢেলা।
ঢপ্ আছে ঢপ্ নাই ঢপ্ মন্দ শিলা॥
ঢকার ঢকার শুনি ঢাক ঢোল বাজে।
ঢঙ্গ ঢঙ্গে ঢুন ঢন্ন ঢের ভূমি মাঝে॥
ঢনা হৈলাম ঢাগুা তব বাক্য লইয়া।
ঢসন করে ঢঙ্গে বাঁচাও ঢাল দিয়া॥

পঞ্চদশ সর্গ ণকার।

ণ, (পুং) জ্ঞান; নিশ্চয়; শিব, বিন্দুদেব; অলঙ্কার; জল; কিম্বা গ্রীষ্মাগার, কুলোক; অসম্মতি; শব্দ; দান

ণত ণকার নির্ণয় করিয়া ণকার।
ণকার আকর প্রভু ণকারালঙ্কার॥
ণকার করে ণকার ভূদেবের চর।
ণকারময় ণকার কৈলা কলেবর॥

ষোড়শসর্গ তকার।

ত, (পুং) চোর; অমৃত; পুচ্ছ; ক্রোড়; গর্ত্ত; লাঙ্গুল; বৃষ; কুলোক; রত্নবিশেষ; (ক্লীং) পুণ্য।

তুং ত্রাতা তকারময় তকারে উদয়।
তুং তনু কুমারীর তকারে জন্ম হয়॥

ত্রয়ের দ্বয়মাত্তং ত্রাণার্থে তীর্ণ তক্ষাকয় ।
ত্রিবিষ্টপস্থ তাতার তকারস্থ তনয় ॥
তারা দেখে ত্রিকালজ্ঞ তারা ত্রাতা কয় ।
তরীষ তর্ণ শান্তি বাহিনী তুণ্ডে গায় ॥
ত্রাণোত্তীর্ণ তীক্ষ্ণ তানে তিমিরেতে জয় ।
ত্রাণাগত ইল্‌মানুএল তর্ণিতময় ॥
তনুত্যাগি তিমিরের ছায়ায় তপন ।
তমোদরী তারা তনয় তনয়া গণ ॥
ত্রাতার তকারে তারা করি সমর্পণ ।
ত্রাতা স্তুতি শুনিয়া তর্ণ করিয়া গ্রহণ ॥
তর্ণের শিরে হস্ত দিয়া আশীষ দেন ।
তরল তর্ণমনঃ তাঁকে স্বর্গে গ্রহণ ॥
ত্বং আত্মা তাত ত্রয় ত্রিত্বে একত্ব জ্ঞান ;
তল্লজ সম্বাদ তলিনে হন্ন তন্ন ধ্যান ॥
তদভ্যাস তব দাস ত্রাণ তোয় ত্বং দান ।
তমঃ তে মাত্তা মোরে তকারে দিয়া স্থান ॥
তাহার তরে তক্ষমনে তক্ষী সন্ধান ।
তচ্চিন্তা তুষ্টিক ভাবে ত্বং যেশুই ত্রাণ ॥
তোমার তোদে ত্বগজ তনুঁ রস ঝরে ।
তব দাসার্থে তব নখের তাজ শিরে ॥

তরঙ্গের তরণি তুমি যিশু তরাণ।
তারিতে তনয় তনয়া ত্বং তনু দান॥
তপস্যাতে তনুকে তনু করিলা তল।
তনুত্যাগি নরের তরে ত্বং তলা তল॥
তারিতে তৎ তল নাশিলা নরকবল।
তৃণ সৎ কূণ তুমি তাদর্থে অধতল॥
তলের তপস্যা তীরিত ত্বরা হইল।
তৃতীয় তর্ণি দিনে মৃত্যুঞ্জয় উঠিল॥

সপ্তদশ সর্গ থকার।

থ, (ক্লীং) রক্ষণ; মঙ্গল; ভয়; ধ্বংস; (পুং) পর্ব্বত রক্ষক; ব্যাধিবিশেষ; ভয়চিহ্ন; ভক্ষণ।

থকার সম্বাদ স্থানে স্থানে থাক স্থাপন।
থকার বৎ লোকে থকার করে স্থাপন॥
থানাদেখি দেবের থর থর কম্পিতমন।
থকারে দেখি ক্রুশের থকারদর্শন॥
থুংকারেতে থাপড়াইয়া থকারগণ।
থকার কালবরিপরে থামে বিক্ষণ॥
থুবড়ন হৈয়া থুতি করিছে প্রার্থন।
থ হীনের বিশ্বাসের থাম খ্রীষ্টধন॥

অষ্টাদশ সর্গ দকার।

দ, (স্ত্রীং) ভার্য্যা; (বিং) অচল; দাতা;
(ক্লীং) দান; ভাগকরণ।

দণ্ডদাতা শুনিয়া দকারের বচন।
দয়ার বাক্যে পিলাতের দরিত মন॥
দ্বয়মনে দুই দিগ দণ্ডধর দর্শান।
দকে দুইকর ধুইয়া নির্দ্দোষ জ্ঞান॥
দিল দণ্ড দাতা দণ্ডনায়েকের করে।
দ্রুনথের মুকুট দিল যেশুর শিরে॥
দণ্ড নায়ক লৈয়া গেল দর্দ্দিরোপরে।
দুর্ব্বৃত্তদ্বয় দুই দিগে মধ্যে যিশুরে॥
দণ্ড কাষ্ঠে দেয় হস্ত পদ দ্বয়ে ঘা।
দারুণ প্রেকের দরদ রক্ত মাখাগা॥
দিননাথ অর্দ্ধদিনে হৈল দিনান্তক।
দরিতে দারুণ হইল দদ্দর ত্বক॥
দাস দাসী দেখে ক্রুশ দিবোকারন্যায়।
দুর্ব্বপাৎ তৃষ্ণায় দেখে সরুধির পায়॥
দদন করিলেন দীননাথ অনন্ত।
দান সৌণ্ড দীনের লাগি হৈলা দৃষ্টান্ত॥
দয়ায় করেহুদান দেয় ভূমিরকর্ত্তা।
দারুণ পাপে দগ্ধহই দুর্দ্দিনে ত্রাতা॥

দুর্ব্বল দাসের দূর করহ দুর্গতি।
দ্বেষকরি দূষ্য কর্ম্মে দাও দাস্ত মতি ॥

ঊনবিংশ সর্গ ধকার।

ধ, (ক্লীং) ধন, (পুং) ব্রহ্ম ; কুবের ; ধর্ম্ম ;
ধ ক্রুশ ধ্যানেতে ধীন্দ্রিয়েতে বহে ধারা।
ধন ধর্ম্ম কালবরি ধর তলে ধরা ॥
ধ হীন অধর্ম্ম ধারে ধ্বান্ত ছিল ধারা।
ধর্ম্মময়ের ধৃক্ষিতে হইল সু ধারা ॥
ধর্ম্মাত্মার ধৃক্ষিতি ধন্দা হবে ধাবন।
ধূম্রলোচনের ধী বং কর ধীর মন ॥
ধৈর্য্য হৈয়া ক্রুশ স্কন্ধে করিব ধারণ।
ধরণিতে সর্ব্ব ধামে ক্রুশের ব্যাখ্যান ॥
ধূপ ধুনা উপচার বলি আদি দান।
ধর্ম্মময় ধরিত্রীর কিছু নাহি চান ॥
ধরায় ধর্ম্মার্থে দিলেন ধড় ও প্রাণ।
ধন্য যেশু করেছ পাপধীর মার্জ্জন ॥
ধ্যান এই ধ্বংস না হই ধর্ম্ম বিচারে।
ধ্বংসক ধ্বংসনার্থে পশ্চাৎ ধাওনে কেরে ॥
ধর্ম্মধ্বনি রূপ ধারাঙ্গ দেহ এ কিঙ্করে।
ধ্বান্ত রাজাকে ধ্বংসিব ধারাঙ্গের ধারে ॥

বিংশসর্গ নকার ।

ন, (ক্রিং বিং) নহে ; নিষেধ (পুং) বৌদ্ধ ; গণেশ বন্ধন ; বন ; দান ; প্রশংসা ।

নিস্ত্রিংশ ন কৈলে ন করিব নাগসঙ্গে ।
নির্ঘাত করিব নাশীর নিটল ভেঙ্গে ॥
নভাক মধ্যে নিগড়ে বদ্ধ নর গণ ।
নফর হৈয়া নাশীর নিদেশ গ্রহণ ॥
নিষেধ করি নকার কর নাশ্য বচন ।
নরান্তকের নিয়ম না কর পালন ॥
নিষ্ঠুর সেই নরীকে কৈল নিষ্কাশন ।
নারী নানা নগ নেত্রে করিত নেহারন ॥
নিদেশ কৈল ভগ্ন বোধ পাইলনগ্ন ।
নগ তলে নিঝুম হৈয়া পাপে হলমগ্ন ॥
নিত্য নরের নিত্য সুখেতে নিরঞ্জন ।
নিঃশেষ হইল নর নরীর জীবন ॥
নিশাপাল হইল এদন উপবনে ।
নরহইল নশ্বর নিদেশ না শুনে ॥
নিবাস ছিল নিঃ শঙ্ক নিরন্তর সুখ ।
নরে নির্ব্বাসন দিলে নর অধোমুখ ॥

নিস্তারক খ্রীষ্ট করি নূতন নিয়ম।
নারীর গর্ভেতে হইব নূতন আদম॥
ন গণে ন করে নাথে নাগে নিকারণ।
নরমেধ হইয়া নরক কৈলা মার্জ্জন॥
ন্যুব্জ নেংড়াকে সুস্থ নুলারে দিলা হস্ত।
নীরধিকে নিদেশে করিলা নিরস্ত॥
নর ত্বরা খ্রীষ্টনামে হও নামাঙ্কিত।
নমস নমক তিনি না হও শঙ্কিত॥
নরকীলক নরকুল নাহও কভু।
নভের নমস্য যিনি নরেশ্বর প্রভু॥
নির্ম্মল নিষ্পাপ নিত্য নিস্তুল আপনি।
নৃপতির নৃপবর ত্রাতা নভো মণি॥
নশ্বর নরআমি নীরবহে নেত্রেতে॥
নির্ভর খ্রীষ্ট নাথে নয়ন ঐ ক্রুশেতে॥
নিম্ননরে নলকীল গাড়ি করে নতি।
নাথের নাথ শুনহে অনাথার স্তুতি॥
নিখুঁত নাহিলে নরক যাত্রা নিশ্চয়।
নিশ্বাস নিস্বন রহিতে কর নির্ণয়॥
নচেৎ নৈকষ্ট নরকের নাচি কেতু।
নিত্য নির্ব্বাণ নাই জ্বলনীয় ধাতু॥

নিবেদি নরগণ না হইও নিধন ।
নরকে নিরাশ নিরুপায় নরগণ ॥
নিখিল নরের নেত্রে নেত্রাম্বু নয়ন ।
নিরাহার নেত্র নিষ্প্রভ নিরস রসন ॥
নিরনাহি নিত্য নিরচায় ঘনাঘণ ।
নর শব অগ্নির মধ্যে দন্তদলন ॥
নেত্রে নাহি নিদ্রাহবে নভোমনি নাই ।
নরকেতে নিত্য নিগ্রহ নির্ঘাত ভাই ॥

একবিংশতি সর্গ পকার ।

প, (পুং) রাজপুত্র ; শাস্তা ; পবন ; পত্র ;

প রূপে পয়োধরেতে পরম পকার ।
পুরাতন পুন্য গ্রন্থের ঐ অঙ্গিকার ॥
প্রিয় হে প্রয়াগের পথে কেন ধাবন ।
পুন্য পাবেনা পণ্ড প্রিয়র পর্য্যটন ॥
প্রাজ্ঞতাকর পূর্ব্বাপরের পর্য্যেষণা ।
প্রতিমা পূজা পূজার্থে পূজারী দক্ষিণা ॥
প্রাতঃস্নান পূজা প্রণিপাত প্রদক্ষিণ ।
পটল পূরাণ পাঠ প্রায়শ্চিত্ত দিন দিন ॥

পচত পূষাকে প্রণাম পাদ্যার্ঘ্য দান।
পদার পাদোদক পানিতে লৈয়া পান ॥
পূজিল করি পূতার্থে কর প্রাণপণ।
পঞ্চতে পুদ্গাল যে প্রাণি প্রপঞ্চেমন ॥
পাপি পাপ ময় পাপে পঞ্চত্ব পতন।
প্রসবন পাপে প্রভুর শাপে ধ্বংসন ॥
প্রভুর প্রোক্ত পুনুহে করিপ্রকীর্ত্তন।
পাবে পাপে ত্রাণ পড়হ ধর্ম্ম দর্পণ ॥
পরমেশ্বরের প্রোক্ত প্রথমেতে হয়।
প্রভা হউক প্রোক্তে প্রভায় প্রভাময় ॥
পয়োধর পয়োধি পৃথ্বী পল্লবী প্রাণি।
পতঙ্গ পাকল পশু পোকা সর্ব্ব যোনি ॥
পর্ব্বধি পুষা প্রভা হেতু প্রভু দিলেন।
প্রথম দিনকে পদ্মপাণি ডাকিলেন ॥
পরে পৃথ্বীতে প্রাণি পরিপূর্ণ হইল।
প্রভুর প্রতিমূর্ত্তিতে পুরুষ জন্মিল ॥
পুং পঞ্জরে পত্নী প্রশ্বাসে সজীবপ্রাণী।
পুরুষ আদম প্রকৃতি হবা জননী ॥
পেশল এদনে পতি পত্নী পূত মনে।
পরাং পরের পুত্র পুত্রী ঐ দুইজনে ॥

পৃদাকু পূতাত্মা পিতার প্রসাদ পান।
প্রত্যেক পাদপে ফল প্রফুল্লেতে খান॥
প্রমাদ পড়িল পরে পাপাত্মার মনে।
পন্নগ প্রবেশিল প্রকৃতির কাননে॥
প্রোক্ত ছিল প্রজ্ঞপ্তি পল্লবী অস্পর্শন।
প্রাণান্ত পাদপের ফল নহে প্রাশন॥
প্রবঞ্চক প্রতারণায় বলে ওগো নারী।
পল্লবীর ফল প্রাশন নয় বোধ করি॥
প্রকৃতি প্রীত বাক্যেতে প্রীণমিষ্টভাষে।
পিতৃ প্রোক্ত ফল প্রাশনে পঞ্চত্বশেষে॥
প্রবোধে প্রপঞ্চ দিয়া করায়প্রয়াস।
পেশল ফল দেখি প্রসূর পূর্ণআস॥
প্রতারক প্রাশন করাইয়া ফল।
পাপে পঞ্চত্ব পতন করাইলখল॥
পর্য্যুদস্ত হইল এদন প্রদেশের।
প্রহরি পাহারা পথ দ্বারে কিরুবের॥
পিতার দশা পরিশ্রমে ঘর্ম্মান্ন মুখে।
প্রসূরে এই প্রসূত প্রসূতিজ দুঃখে॥
পন্নগে কহিলেন প্রকৃতির পুত্রেতে।
পরস্পর বৈরি নরা পৃদাকু বংশেতে॥

প্রকৃতি পুত্রের পদে তোর দন্তাঘাত ।
প্রতিশ্রব পুত্রদ্বারা তোর শিরেলাত ॥
পিতা পুত্র পরমাত্মা একই ঈশ্বর ।
প্রথমে প্রোক্ত ঐ প্রোক্ত সহিত অমর ॥
পিতা পরমেশ্বরের প্রেম পৃথ্বীপর ।
প্রাণস্থল হৈতে প্রাণে পাঠান সত্বর ॥
পূর্ণ ঐ প্রোক্ত আঠারশত পঁয়ষট্টি ।
পঞ্চত্বপ্রায় প্রাণির প্রতি হইল দৃষ্টি ॥
প্রত্যেক প্রত্যক মধ্যে দাবিদ নগরে ।
প্রভুর প্রৈষ্য পঁহুছিল মেরির ঘরে ॥
প্রত্যক্ষ দূতে করে প্রত্যাদেশ প্রদান ।
প্রকৃতি পর্ষৎ মধ্যে মেরি ধন্যা প্রধান ॥
প্রকৃত প্রভু ভক্তি কুমারি প্রদর্শন ।
প্রত্যেক প্রাণরক্ষা তৎ গর্ব্ভে প্রসবন ॥
পরমাত্মা দ্বারা প্রসব করিবা পুত্র ।
পতিত পাবন যেশুনাম্ রেখো মিত্র ॥
প্রসহ্য মেষ পালকেরা পাইল রব ।
প্রত্যাদেশ প্রকীর্ত্তন বাহিনীর স্তব ॥
পদান পর পর প্রমুদিত মুখে ।
প্রান্তরে পালকগণ প্রাণভয়ে দেখে ॥

প্রবোধ দিয়া পালকগণে কহে বচন।
পৃথিবীতে নব নৃপ প্রতিম কাঞ্চন॥
পরাৎপরের পুত্র ঐ কর প্রদর্শন।
পালকগণ প্রস্থানে পুলকিত মনঃ॥
পঁহুছিয়া পশুর প্রগ্রীবে প্রবেশন।
পাইবাতে প্রগ্রীব পরমানন্দ মন॥
পালঙ্ক বিনা পশুর প্রাশন পাত্রে।
পূত যেশুরে দেখি পল ফুটিছে গাত্রে।
প্রগ্রীব পচত মর প্রদর্শন করি।
পরিধাপন প্রায়গো পপি অবতরি॥
পরস্পর বলে পপিপচত হবে কি।
পদ্মবন্ধুবিনি রূপ অপরূপ দেখি॥
প্রশংসা প্রচার করে প্রাঞ্জল অন্তর।
পরমেশ্বরের পুত্র প্রপঞ্চ উপর॥
প্রথম আদমের প্রতিশীর্ষ আদম।
পাপির সঙ্গে পুন্যবান প্রভু উত্তম॥
প্রভুখ্রীষ্টের প্রশংসা প্রচারক জন।
প্রভুর গাছুর নত করে প্রকাশন॥
প্রান্তরে প্রবোদ্ধা প্রভোকে করে প্রচ্ছ
প্রভূত প্রাণি প্রত্যয়ে পায় মনা।

পিতা মাতা শিশু প্রভু গেলেন পর্ব্বতে।
প্রভু প্রাসাদে দেখে প্রবীণ গণেতে ॥
পুস্তকের পদের করেন প্রকীর্ত্তন।
প্রধানেরা প্রবোদ্ধাকে করে প্রদর্শন ॥
পরিণয়ের প্রচ্ছন্না ছিল কান্না পুরে।
প্রভুর প্রসূও গেলেন পাত্রের ঘরে ॥
প্রভু প্রবিষ্ট হৈলে পর্ষদের প্রাশন।
পর্ষদগণের পানীয় হৈল অনাটন ॥
প্রার্থনাদ্বারা প্রসূ পদার্থ পান দান।
প্রসূকে পৃথক করি পরমার্থ জ্ঞান ॥
প্রৈষ্যকে প্রোক্ত করেন পয়ঃ পাত্রে ঢাল।
প্রসহ্য প্রচুর সুরা হৈল স্বাদ ভাল ॥
পারিষদের পুত্র পক্ষেন্দ্র প্রায় হত।
পিতা প্রভুর কাছে গিয়া পদানে নত ॥
প্রভু ঐ পীড়া প্রোক্তেতে পর্যাব সান।
প্রমুখাৎ ঐশুরে পুত্রটি পাইল ত্রাণ ॥
পয়োধিতে পিতরেরা পরিশ্রম করে।
পণ্ডশ্রম পোনা পুঁটী কিছু নাহি ধরে ॥
প্রভু গিয়া পিতরের কাছে প্রোক্তদেন।
প্রাক্ত পাইয়া পিতর পাশ ফেলিলেন ॥

পাশ পরিপূর্ণপাশ টানা নাহি যায়।
পিতর প্রভু জ্ঞাতে পশ্চাদ বর্ত্তী ধায়॥
পতিহীনা প্রকৃহির একমাত্র পুত্র।
পঞ্চত্ব হৈলে তার পাথিস বহেনেত্র॥
পশ্যাতে প্রাণকান্দে তাঁর পৃথুলস্বর।
প্রাণকর যেশু প্রোক্তে প্রাণ দেনত্মর॥
পক্ষা ঘাতি পঙ্গু প্রভুর প্রোক্তে লম্ফন।
প্রদরি প্রবীন পীড়া করে পর্য্যটন॥
পাপাত্মা প্রেতাদি প্রোক্ত মাত্রে পলায়ন।
পয়োধিতে পদব্রজে প্রভু পর্য্যটন॥
পিতৃকাননে লাজার চারিদিন শোয়া।
প্রভু উঠান প্রোক্তেতে পুনু প্রাণদিয়া॥
প্রত্যেক পল্লিতে প্রভু কৈলা পর্য্যটন।
পরিত্রাণের প্রজ্ঞনা প্রবুদ্ধ করান॥
প্রথম পুরুষ প্রতিমূর্ত্তি পুন্যবান।
পাপ কৈল পুন্যগেল পরেপাপ জ্ঞান॥
প্রতিশ্রব পূর্ব্বেতে পৃথ্বীতে পহুছন।
প্রায়শ্চিত্তে প্রতি নিধি পাপির পরান॥
পাপির প্রতিশীর্ষ আমি দিব সপ্রাণ।
প্রভু পুদ্গালে প্রায়শ্চিত্ত পর্য্যবসান॥

পাণি পদেতে প্রচুর প্রেকের প্রহার।
পর্ব্বতোপরে পিনাকে পঞ্চত্ব যাঁহার॥
পিতৃকাননে পাষাণ পালঙ্কে পতন।
পরে পৃথুল পাতরে পথ প্রচ্ছাদন॥
প্রহরিগণ প্রবুদ্ধতে পরিবেষ্টন।
প্রভু পরলোকে প্রত্যেককে প্রদর্শন॥
পদ্ম পানিকে পয়োধর করে প্রচ্ছন্ন।
পুনু পদ্মবন্ধু প্রকাশিল মেঘ ভিন্ন॥
প্রাদুর্ভাবে পঞ্চত্বকে করে পদাঘাত।
প্রসহ্য পরঃশ্বতে প্রভু দিলেন সাক্ষাত॥
পরে প্রকৃতি প্রেরিতগণে দিয়া দর্শন।
প্রবোধে অপ্রত্যয়ি তোমাকে প্রদর্শন॥
পয়ান পয়োধরে পিতার সন্নিধান।
প্রোক্ত এই প্রত্যেককে কর পরিজ্ঞান॥
প্রবোধকর্ত্তা পুনঃ করিবেন পুদান।
পবিত্রতা পাবে প্রভু দেখিবে পেশল॥
প্রতিক্ষণ প্রত্য হই প্রত্যাবলোকন।
প্রত্যয়ি হই প্রভুর পদাঙ্কে পয়ান॥
প্রভু প্রত্যাশা মম পিয়াসা করণ।
পদশোণিত মম প্রাণের প্রক্ষালন॥

প্রার্থনা এই পাপেতে না হই পতন।
প্রত্যাগমনে পাইব ঐ পাদ বন্দন॥
পূত পদতলে রব পদামৃত পান।
প্রশংসা প্রকীর্ত্তন পূতাত্মা মেলে গান॥

দ্বাবিংশতি সর্গ ফকার।

ফ, (ক্লীং) রুক্ষউক্তি; ফুৎকার; নিষ্ফল; ভাষণ; (পুং) ঝঞ্জাবাতাস; (বিং) স্ফুট; ব্যক্ত।

ফনধরের সঙ্গি ফঙ্গ ঐ ফিচালেরা।
ফকারে ফের করে ফকারি ফকারেরা॥
ফন ধর ফটস্ফীতে ফটা ফুল্লি করে।
ফলিতের জ্ঞান ফলাহার মাতা করে॥
ফন্দী করে ফাঁদে ফেলে ফাঁড়ায় ফেলিল।
ফল খাওয়াইয়া ফেরব কু ফলাইল॥
ফলদ প্রভু হে বারেক ফুল্ল লোচনে।
ফিরে প্রফুল্ল হও ফুযি দাসের মনে॥
ফর বিশ্বাস বক্ষে ফের করি বন্ধন।
ফালেতে অরির ফট করিব নিধন॥
ফলভুমিতে ফল গ্রাহক মম ফিতি।
ফিতি ফল মৃত্যুফাঁস ফিরাও মম মতি॥

ফলবান ফলদাতা জ্ঞাত্র ফল শ্রুতি।
ফলমুখ ফুরাইল কাল শুন বিনতি॥

ত্রয়োদশ সর্গ বকার।

ব, (পুং) জলপাত্র; বায়ু; বাহু; বরুণ।

বদনে কি বলিব বপুঃ করে বেপন।
বর্ব্বর বৃথসান বিনীয়তে সৃজন॥
বপিল ও মাকে বারুণ্ড দিল কু জ্ঞান।
বসুধার বাস্তুকেতুতে নর নির্ম্মাণ॥
বনাম বীজ পুরুষ ও বনিতা তার।
ব প্রশ্বাস দিয়া বিপিনের দেন ভার॥
বল্‌গ বিচিত্র ব্রজেতে ব্রজ্যা করেন।
বিরিঞ্চনের বাঞ্ছা বশীভূত রবেন॥
বিশ্ব স্রষ্টা বিভ্রৎ বদান্য বিভুরাজন।
বিমল নর বদন করে বিলোকন॥
বিশ্রামে বিরাম সদাই বিভা বদন।
বিভাবাসি বিভা ভাষি বিভা উপবন॥
বিনিতাত্মার বিধি বর্জ্জনেতে বিভিন্ন।
বসুধা বায়ু রোষাতে ব্রজ্যা হৈয়া ছিন্ন॥

বাগ্দত্তা বীজ পুরুষের বিনিময়।
বিগণ বিষধরে বিগম হে বুধয়॥
বাগদণ্ড বিপুল বপুঃতে বড়সা ঘা।
বান্ধিয়া মারে বহায় ক্রুশ বিকীর্ণ গা॥
বল্লি বল্কিল বৃক্ষের টুপি দেয় তারা।
বগ্লানে বহে বাসিষ্ট বিগলিত ধারা॥
বপুঃস্রব বিলোকনে বিলোচনে ধারা।
বিশ্বাসিরা বলে বিভু হইলাম হারা॥
ব্যাপন্ন বিজয়ী বিভু নিদ্রারবোধন।
বিভাকর বারে সভে করি বিলোকন॥
বোবাকে দিয়াছ কথন বধিরকে শ্রবণ।
বিকলাঙ্গকে অঙ্গ ব্যাপন্নকে জীবন॥
বিলাতীকে রাজ্য বিদ্যা ধর্ম্ম বিচক্ষণ।
বিশ্ব ব্রজ্যা বলে বিভু যেশুর বন্দন॥
বলদ বাহনে বিপুল বিক্রমে আসি।
বেপন বড় হবে বিলোচনে লক্ষে ত্রাসি।
বারেক শুনে তুরীবাদ্য বিভু স্মরণ।
বিশ্বাসী বলে ধন্য অবিশ্বাসীর ক্রন্দন॥
বচলু নিজ বাক ডোর বক্ষে বন্ধন।
বিপ্র বৈদিক বারেন্দ্র বিবিধ বঞ্চন॥

বোবা বদনে বারেক বাক্য নাহি বলে ।
বাহু বেন্ধে বাহিনীরা বিক্রমেতে ফেলে ॥
বিশ্বাসীরা বর দেখে পায় খ্রীষ্ট বর ।
বরয়েলো বর ঐ বরে বন্দন কর ॥
বোধ বরন ডালা বিনতি মালা লহ ।
বিভুর বপুঃ শ্রবের বস্ত্র বপুতে দেহ ॥
বিমোক্তা বদান্য বলগ বর দয়াময় ।
বিনীতাত্মা বিভ্রংং বিভু বয়ুনময় ॥
বিচিত্র ব্যাপদে বিনীয় বিমুক্ত সব ।
বিচারে ও রাঙ্গাপদ ঐ মম বিভব ॥
বক্ষে বাহুঘাত বার২ বহে বাষ্প বারি ।
বাঁচাইও বিপদেতে বসুধাতে অরি ॥

চতুর্ব্বিংশতি সর্গ ভকার ।

ভ. (পুং) নক্ষত্র; শুক্রগ্রহ; রাশি; ভ্রমর; ভ্রান্তি ।

ভুবনেশ্বর ভক্তবৎসল ভোঃ ভগবান্ ॥
ভ্রংশকে ভয় ভরণ্য দেহ অভয়দান ।
ভুতে ভুজঙ্গ ভূয়ো ভূয় দেখায় ভয় ।
ভক্তের ভাঙ্গ ভয় ভূমিবর্দ্ধন ভয় ॥

ভবৎ ভবাব্ধিতে ভরসা ভগবান।
ভবদীয় ভৃত্যেরে দেহ ভবিক দান॥
ভবন্তিতে ভদ্ৰ সমাচারের ভা খ্রীষ্ট।
ভ গেল ভ হৈয়া যেশু ভাষ পান মিষ্ট॥
ভেড়া ভেড়ীর ভাব ভীরু ভাবে ভ্রেষণ।
ভ্রমণে ভোজন খ্রীষ্ট ভূলোকা অন্বেষণ॥
ভগ্নমনে ভেট লহ ভয় ও ভক্তি মার্গে।
ভানু যেশু ভুলনা ভবন পাবে স্বর্গে॥
ভেবনা এভবে সব ভাবনা যাইবে।
ভাবী ভ্রংশ দিনে ক্রুশ ক্রক্ষেপে ভাবিবে॥
ভরণ্ডের ভদ্রাসন ক্রুশ ভদ্রাসন।
ভূচর ভূস্পৃক লাগি ভীষণ আসন॥
ভবদীয় ভূমিষ্ট দয়া ভূধরে গিয়া।
ভদ্ৰ নিধি বপুঃপ্রাণ ভগ্ন প্রেক দিয়া॥

পঞ্চবিংশতি সর্গ মকার।

ম, (পুং) শিব; চন্দ্র; ব্রহ্মা; যম; সময়; বিষ।

মহাত্মা মধস্থ হেতু মেসায়া মহিতে।
মর্ত্যস্থ মর্ত্তের লাগি মহাপথ ভোগীহে॥

মর্ম্মকীল খ্রীষ্ট মম মেধার্থে মমতা।
মর্ত্ত মরার জন্যে মরিয়া হৈলা মোক্তা॥
মঙ্গল কর শুন মম মঙ্গল বাদ।
মত্ত মরুৎ পুন মদারের মহা নাদ॥
মনুষ্য দেখায় মোহ মায়া মঞ্জু মত।
মিথ্যা মমতায় মধু যায় ধায়দ্রুত॥
মকারের মত্ত ম দাস ম শেষ ম।
ম যাবে ম লবে ম মিথ্যা যাবে শেষম॥
মম মনোরথ খ্রীষ্ট যেশু মনোরম।
মৃত্যুঞ্জয় প্রভুই মনোরঞ্জক মম॥
মর্ত্তব্য মরেনা মরিলেও মরিবে না।
মনুজ মনে মানিলে যেশু মরিবে না॥
মনোহর খ্রীষ্টের মাহাত্ম্যেতে মানব।
মেধ্য হবে মন মোদিত মমতা সব॥
মিটাবো মন সাধ মনে সদা আহ্লাদ।
মণিমান মণি মন্দিরে মহাধন্য বাদ॥
মূর্দ্ধায় মকুট মনে মুখে মঙ্গল বাদ।
মম প্রাণের মধ্য লোকেশের পাব প্রসাদ॥
মোদের সব মনুষ্য মোক্তাও মিত্র যেশু।
মনঃ মন্দিরে মিটাও মনস্তাপ আশু॥

ষষ্ঠবিংশতি সর্গ যকার।

য, (পুং) বায়ু ; যশঃ ; কীর্ত্তি ; যোগ ; যান।

যেশু যাবজ্জীবন ভূ যাত্রায় যাপন।
যাচনীয় যাব যুক্তা যুগল চরণ॥
যতনে করি যোগ যেশু যজ্ঞ ভাজন।
যাবৎ যন্ত্রণা নাশিতে যাতনায় যাপন॥
যজ্ঞ ভূমিতে যজ্ঞত জীবনে যজন।
যজত যজির জন্যে যজ্ঞান্ত করণ॥
যথোচিত যজ্ঞেশ্বর যুষ্মদীয় প্রেমে।
য রাখিলা যশঃ করে যত্র তত্র য ভ্রমে॥
যাবৎ রাখিবা তব যোআলির অধীন।
যাদব যজ্ঞসূত তেজে ভাবি ঐ দিন॥
যুষ্মদ যেশু রক্ষক যশঃ শেষ দিনে।
যাচএও দেহান্তে স্থান ঐ যুগল চরণে॥

সপ্ত বিংশতি সর্গ রকার।

র, (পুং) অগ্নি ; তীক্ষ্ণ ; কামাগ্নি ; রঙ্গ ; বর্ণ ; স্বর্ণ।

রৌরব চির র রাশীরূঢ় র জ্বলন।
রকার বিকার রুহি রুহিকা রুরণ॥
রোধি গণ রোদস লক্ষে নিত্য রোদন।

রৌক্ষ্য রিপুর রিশ রূঢ় রুদ ঘর্ষণ ॥
রশ্মিনাই রাত্রি প্রভুর রোষে রহন।
রুদ্ধ রাশীকৃত রবে রহিত বসন ॥
রসহীন রসনা রোম জন্যে রুদিত।
রৌরবে রৌরবীগণ রকারে ব্যথিত ॥
রাখ রক্ষক রোদসের রুক রাজন।
রোধরত রথ অনবরত রড়ন ॥
রেতজা রাশী ন্যায় রোধে হই রহিত।
রক্তাক্ত তব রথের রিঙ্খণ রুচিত ॥
রাঙ্গা চরণামৃত রসনায় রসন।
রবেনা পাপ রবেনা তাঁর রোষ মন ॥
রেণুতে রুহ শেষে রুদ্র ভূতে রক্ষিত।
রত্নসুতে যাবৎ রাখ না হও রুষিত ॥

অষ্ট বিংশতি সর্গ লকার।

ল, (পুং) ইন্দ্র; শক্র; দেবরাজ।

লট্ট ল লোভ দর্শাইয়া লোক উপর।
লগু ভণ্ড লোকে করে শেষে লোকান্তর ॥
লোকেশ্বর হৈয়া লোক যাত্রায লাঘব।
শ্লোক হইয়া লোকমাঝে লোকার্থে সব ॥

লোকের লোকাপবাদ লালদিল লপনে।
লাঞ্ছিত লজ্জা লাঠিঘা বৃক্ষে লট কনে॥
লোকনাথ লগ্নক হেতু পিতৃ লষিত।
লোহ দিয়া লোক রক্ষা করেছ ললিত॥
লোচন হীনে লোচন লেংড়াকে চলন।
লোকান্তর লাজারের লাসকে উঠন॥
লষণীয় খ্রীষ্ট লঞ্জের লোহ লীচন।
লেহ্য লেহ লগড় যেশুর লোহ জীবন॥
লহ লোক বাসি লোক লহ মম মন।
লাস যাবে বিলাস পাবে নাহি লঙ্ঘন॥

ঊনত্রিংশৎ সর্গ বকার।

বিচিত্র বদন্য বপিল স্বর্গ রাজন।
বণীক বর্ব্বরে দেহ বয়ুন বোধন॥
বিলোপকর বিনীয় ব্যথিত অন্তর।
বিপত্তারক আমি ব্যাকুলাত্মায় কাতর॥
বিপদে বাঁচাও দাসে বিশ্বাস ব্রতকরি।
বিদীর্ণ বেপন হৈল ক্রুশে কালবরি॥

ত্রিংশৎ সর্গ শকার।

শ, (ক্লীং) কল্যাণ ; শুভ ; (পুং) শিব ; শস্ত্র।

শকারের শুভ সম্বাদ শ্রদ্ধায় শ্রয়ণ।
শ্রীপতি যেশুর শ্রিত জনের শোভন॥
শস্ত চাহ যদি শৃঙ্গিণ শৃঙ্গণী গণ।
শ্রদ্ধায় করহ শ্রদ্ধা পাবে শ্রদ্ধা মন॥
শরণ্যের শরণাগত ও শুশ্রূষণ।
শুদ্ধ আত্মা পাবে শান্তনা পুনঃ শোধন॥
শোণিত শ্রদ্ধায় পানে শুচি হবে মন।
শাপ যাবে শোক না রবে শাস্তি মোচন॥
শ্বয়থ হবে শয্যা শুভঙ্কর শিতান।
শ্বাসহেতি পরে শত ধৃতিতে উত্থান॥
শৃঙ্গিণ শাবক যেশু ঈশ্বরের হন।
শবপ্রায় শাবর হৃক্ত জন্যে শমন॥
শয়তানের শিরঃ ভগ্ন ত্রিশূলে শুলন।
শস্তন দিনে শাদে শাদ শব শয়ন॥
শ্বাস রোধ শব রোধ রবে না শ্বসন।
শুকর ও শ্বান তুল্য শ্রদ্ধাহীন গণ॥
শাস্তার শাসনে শাল্মলিতে ক্ষেপণ।
শ্মশ্রু যেশু ত্রিশূলের শ্লাঘা শ্রী শ্রবণ॥

শ্রোতা বক্তা শক্ত ভাষে শক্তিতে শরণ।
শ্রীযেশুর শক্তির শ্লাঘা করে বর্ণন॥
শ্রুতি বর্জ্জিত কে দিয়া শ্রোত্রে শ্রুতিদান।
শ্রোণকে পদ শবকে শ্মশানে উত্থান॥
শুচি শৃঙ্গিণ যেশু শরণীতে গমন।
শ্রেণিবদ্ধ শোভা শোভনীয় কি শোভন॥
শান্তিত সবে শান্তমতি শান্ত মনন।
শ্বাস রহিতে বিশ্বাস যেশুর চরণ॥
শ্বাস রোধ হবে শাড় ফুরাবে তখন।
শমক বন্ধুর শান্তি-পান শুচি গণ॥

একত্রিংশৎ সর্গ ষকার।

ষ, (পুং) কেশ ; মনুষ্য ; (বিং) বিজ্ঞ ; শ্রেষ্ঠ।

ষকার ষটকর্ম্মার ষড়ঙ্গে প্রহার।
ষহ সানু যেশু ষড়ঙ্গজিৎ ষকার॥
ষহসানুতে শরীর দেন ঐ ষকার।
ষড়রিপু করায় ষড়ধা ব্যবহার॥
ষড়বক্ত্র, ষড়বিন্দু ষড়ভুজা দেবী।
ষষ্ঠী ষষ্ঠীকা ষোড়শী ওকল্কীও ভাবী॥
ষোড়শ ভুজা ষড়ানন ষিড়্গ দেবেরা।
ষোড়শাঙ্গ ষোড়শোপচার চাহে তারা॥

দ্বাত্রিংশৎ সর্গ সকার।

স, (পুং) শিব; বিষ্ণু; বায়ু; সর্প।

সকার সাকার সহিত সকার সর্প।
সকার সরূপ সঞ্চৎ সদা সঙ্গে দর্প॥
সঞ্চৎ সবিত্রীরে ফল স্বদনে সংহার।
সেই স্ত্রীয়মতে সর্ব্বে ভজায় সাকার॥
সনাতন সুমঙ্গল বিবলস্ বার্ত্তা।
সিন্ধুশয়ন সদাত্মা ও স্বয়ম্ভু কর্ত্তা॥
সৃষ্টিকালে স্রষ্টার সুত হইতে সৃষ্টি।
সর্ব্ব স্বামীর সর্ব্ব সৃষ্টিতে হৈল তুষ্টি॥
সৃজন সুরম্য সুত সাদরে সমীক্ষণ।
সপ্তদিনে শ্রম শান্তি ও স্বস্তি বচন॥
শাপার্থে এদনে হইল শাপ স্রষ্টার।
সস্ত্রীক শাপ স্বাপদ স্রংসন সবার॥
স্রষ্টা সর্ব্ব জননীরে করি সম্ভাষণ।
সভে পুনঃ স্বস্তি পাবে সচিব স্থাপন॥
স্বয়ম্ভু সম্মাতুর স্ত্রী বংশেতে হইবে।
সর্প বংশে স্ত্রীবংশে সদা বৈরিতা রবে॥
সতী গর্ভে স্বামী ছাড়া সদাত্মায় সৃজন।
সমর্দ্ধক সার্থক স্বস্তি দিতে সমীক্ষণ॥

সৃষ্ট পুরুষাবধি সমানোদক যথা।
সকল ইস্রায়েলির ইব্রাহীম পিতা॥
সেই জনকের সমানোদক সময়।
সস্ত্রীক স্বন, দত্তা ঐ বংশেতে উভয়॥
সেই মেরি গর্ব্বে সর্ব্বলোকে সমুদ্ধার।
সমর্দ্ধকের স্নেহে আঃ স্বয়ম্ভু সাকার॥
স্বর্গ ভূতে স্বস্তি সহিত স্রষ্টা সাদর।
সন্তমসে সূর যেশু ও জীবনাকর॥
স্তন পান্তে সোগন্ত কালে সুধা সুধীর।
সং সিদ্ধি সদা তাঁর সুমতি মহাবীর॥
সাধ সদাই সর্ব্বে সাধু হয় সংসার।
সটীক সজ্জন সবে না হয় সংহার॥
সদেশীয় শীঘ্র সহসা স্বীকার যেশু।
সস্তি পাবে সর্ব্ব দুঃখ ক্ষয় সত্রি আশু॥
স্বয়ং কৃত সংরূঢ় সর্ব্ব পাপ সংহার।
সয়ম্ভু যেশু স্রষ্টা সমক্ষ সমুদ্ধার॥
সজ্জুষিত সর্ব্বদেশে সুমঙ্গল স্বন।
সৌবস্তিক সরিল স হস্তে সম্বোধন॥
স্তনপ কর স্বীয় সেবকে সনাতন।
সর্ব্ব সহাতে সর্ব্বসহ স ক্রুশে আসন॥

স্বেন স সঙ্কাশ সমুত্থান সংজ্ঞপন।
সংহারে সংসার সমুদ্ধার সমাপন॥
সানুমান কালবরি সন্ধ্যা রাগ সব।
সাধু সতী সতীর্থ দেখে রুধির শব॥
সমীক্ষণে সজ্ঞতলে করে স্তোত্র গান।
সত্য শ্রদ্ধায় শ্রুত শোণিত করে পান॥
সংসারে ক্রুশ সমুদ্গা স্রক মনে কর।
সংশ্রয় পাবে সংশয় যাবে সমুদ্ধার॥
সেই সাধু মাত্র সর্ব্বেশ্বর সর্ব্ব জীবন।
সর্ব্ববিৎ সর্ব্বজিৎ সর্ব্বব্যাপি স্বাধীন॥
সর্ব্বশক্তি তাঁহায় স্বর্গ ও ভূ রাজন।
সুর পুরীর সুপন্থা যেশুই সোপান॥
সানুকূল হও সেথুয়া সরল সাথী।
সাথে সাথে সাথী হও সাধি হও সাথী॥
স্বেদ শোণিত স্রস্ত তব শরীরে সরি।
সুদণ্ডে দণ্ড সেনা সমিক পার্শ্বে মারি॥
সলিল শোণিত শ্রোত বহে মোক্ষ বারি।
সার্থক হইল শব যজ্ঞ শাপ হারি॥
সত্বর হে সমল লৌহবৎ সাথী হও।
স্পার্শমণি যেশু বিশ্বাসে স্পার্শিতে যাও॥

স্পর্শেতে সুবর্ণ হবে সংশুদ্ধি শরীর।
সতীর্থ সবে সত্যধন হবে সুধীর॥
সাশ্রু লোচনে সান্তরে সাদরে সাধনা।
সাধ সিদ্ধি হবে স্বোব শ্রীয় ও সান্ত্বনা॥
সাধি সাধুরা দেহ সাধের স্রক তাঁরে।
সেধে সাধ সার্থক সাজাব সাধ হারে॥

ত্রয়ঃত্রিংশৎ সর্গ হকার।

হ, (পুং) সম্বোধন; কুৎসা; শিব; জল; শূন্য; বক্ত ঘোটক; ভয়; বিষ্ণু; যুদ্ধ।

হকারে হকারপানে হুঙ্কার পাই হে।
হকারের হত প্রভরা হ করে হে॥
হে যেশু হতভাগ্য হীনার্থে হ হইতে।
হ হকারে প্রায়শ্চিত্ত হ হ ঝরাইতে॥
হা হা হর্ত্তা কর্ত্তার হেড়জ হবনায়।
হেয় হীন হেয় জ্ঞান করিলো হেথায়॥
হতলজ্জ হিংসক যু হয়ে পুনঃ চায়।
হ্রস্ব বেশে হ্রাস হইলা হেঁট মাথায়॥
হনূতে হস্তাঘাৎ হতাদর হীন হাতে।
হন্তারা হিংসায় মারে হাত্র সর্ব্বগাতে॥

হেমন্তে হিমেতে হয় শালায় হিতক।
হিংণীয়া কণ্টক টুপি শিরে দেয় হিংসক॥
হা হাকার দাস দাসীগণ হা হা করে।
হস্তে পদে প্রেক হাতড়ীর ঘা হু ঝরে॥
হর্ত্তা কর্ত্তা রাজা মম হোতা ক্রুশোপরে।
হৃদয়ে হস্তাঘাত অবলা নরা ও নরে॥
হর্ত্তা পাপহারী ক্রোধ হব্যাংশ হবন।
হত হুল হানি ক্রোধ হুঙ্কারে হনন॥
হবনী কালবরি ক্রুশ হব্য হ মাস।
হ্রদয় হুঙ্কারে তাতে দিয়া আশ্বাস॥
হাঁটু গাড়ি হৃদয়েশ হৃদয়েশা গণ।
হৃৎকম্পে হন্তা ক্রুশ হৃদয়ঙ্গম মনঃ॥
হোম নরমেধ হেমমালী অপ্রকাশ।
হরনেত্রদিনে হর্ম্মুট বারে প্রকাশ॥
হেরিলাম শ্রীযেশু হৃষ্টচিত্তে হেরণ।
হলা হৈল উজ্জ্বলা ত্রাণ হলা সেবন॥

চতুঃত্রিংশৎ সর্গ ক্ষকার।

ক্ষ, (পুং) রাক্ষস; বিদ্যুৎ; ক্ষেত্র; ক্ষেত্রপাল নৃসিংহাবতার।

ক্ষকার নাশিতে ক্ষিতিতে ক্ষেমঙ্কর।
ক্ষম যেশু ক্ষমাবান ক্ষীণে ক্ষেমকর॥

ক্ষমতা হীন এ ক্ষেত্রে ক্ষণধ্বংসী ক্ষত্র।
ক্ষিতি কণে এ ক্ষত্র নির্ম্মিত ক্ষণ মাত্র ॥
ক্ষিতিপালের ক্ষিতিপতি ক্ষৌণি রচক।
ক্ষতজ দিয়া ক্ষমতাতে ক্ষিণ্ন নরক ॥
ক্ষুৎ রহিত ক্ষীরাদ ক্ষুণ্ণ এ ক্ষমাতলে।
ক্ষিরাদ করিতে পুনঃ ক্ষয় ক্ষিতিতলে ॥
ক্ষিতি নর ক্ষমা পাবে ক্ষিপক খ তলে।
ক্ষমতাতে ক্ষিপ্র উঠিলেন মহাবলে ॥
ক্ষুধাতুর ক্ষীণে দেহ ক্ষরিত ক্ষতজ।
ক্ষালনে ক্ষিণ্ন হবে প্রাণ পানে ক্ষতজ ॥
ক্ষেদ ক্ষান্ত ক্ষিপ্র কর ক্ষণার্দ্ধ ক্ষেপণে।
ক্ষেত্র ক্ষেপণে ক্ষোভ পাই হে ক্ষুব্ধমনে ॥

সঙ্কেত—জ্ঞাপন।

পুং-পুংলিঙ্গ, স্ত্রীং-স্ত্রীলিঙ্গ, ক্লীং-ক্লীবলিঙ্গ, ক্রিং বিং-ক্রিয়াবিশেষণ, বিং-বিশেষণ, সং-সর্ব্বনাম, ক্রিং-ক্রিয়াপদ, অং-অব্যয়।

অভিধান।

অনাদি,-আদি রহিত।	অগোচর,-অপ্রত্যক্ষ ; ঈশ্বর
অচ্যুত,-অক্ষয় ; অমর।	অনন্ত,-অশেষঃ ; নিত্য।
অকল,-জ্ঞান ; বুদ্ধি।	অখিল,-সকল ; সমুদায়।
অপশুক,-আত্মা ; জীব।	অচিন্ত্য,-চিন্তা রহিত।
অসীম,- অনন্ত ; অশেষ।	অদ্ভুত-আশ্চর্য্য ; অপূর্ব্ব।
অন্নদ,-প্রতিপালক।	অনুগ্রাহক,-দয়াবান।
অদ্রি,-পর্ব্বত ; সূর্য্য।	অনুপম,-অতুল।
অধিপতি,-কর্ত্তা ; প্রভু।	অবস্থান -তিষ্ঠা ; স্থিতি।
অভ্রক,-মেঘ ; আকাশ।	অগ,-বৃক্ষ ; পর্ব্বত।
অদ্রিকীলা,-ভূ ; পৃথিবী।	অপাংপতি,-সমুদ্র।
মিহুদাদেশ,-ত্রাণকর্ত্তার অবতীর্ণদেশ।	অক,-বক্রগতি ক।
	অম্বর,-আকাশ।
অধঃ-নীচে ; তলে।	অধিষ্ঠাতা-অবস্থিতিকারী।
অজ-ব্রহ্ম ; অবধ্য।	অষ্টাঙ্গ-আট অঙ্গ।
অবনতি-প্রণাম।	অস্মদ্-আমি ; আমরা।
অর্থনা-প্রার্থনা।	অদ্বয়-এক।
অঙ্গজ-তনয় ; পুত্র।	অর্চ্চনা-পূজা।
অভ্যর্থনা-প্রার্থনা।	অঘোর-মহাদেব।

অবাক্-বাক্য রহিত।
অঘ-পাপ।
অপরা-পশ্চিম দিক।
অদ্ধা-যথার্থ পথ।
অসৃগ্ধারা-রক্তধারা।
অগতি-আশ্রয় হীন।
অপীব্য অতিসুন্দর; সুশ্রী।
অংহ্রি-পদ; চরণ।

অচিৎ-অচেতন।
অধমর্ণ-ঋণি; দেনাক্রান্ত।
অর্ভ্রবাণ-শিশু।
অতিদান-অপরিমিত দান।
অভিষিক্ত-বিধিমতে নিযুক্ত।
অবহনন-দলন; মর্দ্দন।
অসৃক-রক্ত; শোণিত।
অর্হ-যোগ্য; উপযুক্ত।

আস্থিক-বিশ্বস্ত; প্রত্যয়িত।
আগস-পাপ; অপরাধ।
আদম-বীজপুরুষ।
আক্রোশ-ক্রোধ।
আশীবিষ-সর্প; অহি।
আশুশুক্ষণি অগ্নি; বহ্নি।
আশু-শীঘ্র; দ্রুত।
আহূতি-ঈশ্বরোদ্দেশে হবিক্ষেপ।
আর্ত্বিজ্য-পুরোহিত।
আমোদন আনন্দ জনন।
আলোকন-দর্শন; দেখন।

আদ্দাশ-নিবেদন; অভিযোগ
আদিম-আদ্য; প্রথমজাত।
আত্মা-অমর; ঈশ্বরপিতা।
আরাতি-শত্রু; অরী; বিপক্ষ।
আর্ত্তনাদ-ক্লেশ জন্য চিৎকার
আসিদ্ধ-অবরুদ্ধ; কয়েদি।
আভীল-কষ্ট; ক্লেশ; কৃচ্ছ্র।
আস্য-মুখ; বদন।
আঘোষণ-প্রচারণ; ঘোষণ।
আত্মজ-পুত্র; সন্তান।
আক্ষেপ খেদ; মনস্তাপ।

ঈকার-খেদ, মনস্তাপ। ইদানীং-এই সময়; এই কালে।
ইলিকা-পৃথিবী; ধরণী। ইন্দ্রিয়-মুখ; হস্ত ইত্যাদি।
ইতস্ততঃ-অত্রতত্র; ইষ্টং-উপদেষ্টা; উপদেশক।
ইষ্টু-ইচ্ছা; বাঞ্ছা। ইদং-পুরোবর্ত্তি; সম্মুখস্থবস্তু।
ইন-সূর্য্য; প্রভু; ইজ্যা-দান, যাগ; যজ্ঞ।
ইষ্টি-অভিলাষ; যাগ।

ঈ-বিষাদ; ক্রোধাদি; বোধক।
ঈক্ষণ-অবলোকন; দর্শন। ঈষৎ-অল্প, মনাক; লেশ।
ঈপ্সিত-বাঞ্ছিত। ঈড়া-স্তুতা; স্তবনীয়;
ঈড়া-স্তুতি; স্তব। ঈক্ষক-দর্শ; অবলোকন কর্ত্তা।

উল্লঙ্ঘন-অতিক্রমণ। উপদেষ্টা-উপদেশ কর্ত্তা।
উদাহরণ-দৃষ্টান্ত। উচ্ছন্ন নষ্ট; ছন্ন; ছিন্ন ভিন্ন।
উদার-দাতা; মহৎ। উচ্চমনাঃ-সদন্তঃকরণ; মহাশয়।
উদারাখ্যা-মহৎনাম। উরণ-মেষ; ভেড়া; মেঘ।
উদধিমেখলা-পৃথিবী। উর্ব্বীশ্বর-জগৎকর্ত্তা; প্রভু।
উবন-প্রস্থান; অন্তর্ধান উধার-ঋণ; ধার; কর্জ্জ।
উত্তোলক-উদ্ধারক; উদয়ন-প্রকাশ হওন।
উড়ুপথ-গগন; আকাশ। উষ্ণাংশু সূর্য্য; রবি ভানু।
উদ্দীপন-প্রকাশন; তাপন। উচ্চৈর্ঘুষ্ট-ঘোষণা; রটনা।
উদীরণ-কথন; উচ্চারণ। উৎস-উনুই; প্রস্রবণ; নির্ঝর।
উদ-জল। উদক; বারি উৎপ্লবন; উল্লম্ফন; লাফান।
উদন্যা-পিপাসা; তৃষ্ণা। উৎপাদক-জনক; উৎপত্তিকারী

উপান্তে নিকটে ; সমীপে। উৎসঙ্গ-ক্রোড় ; কোল।
উজমনঃ-সরল মনঃ। উরচ্ছদ-কবচ ; মাদুলী।
উশী-বাঞ্ছা ; স্পৃহা। উত্রাস-ভয় ; শঙ্কা।
উদ্গীত-উচ্চৈঃস্বরে গীত। উজ্জৃম্ভ-প্রফুল্ল ; বিকসিত।
উপজাত-উপার্জ্জিত। উদয়াস্ত-প্রভাতাবধিসন্ধ্যাপর্য্যন্ত
উদ্যোত-আলোক। উত্তরসাধক-সহায় ; সহকারী।
উপসন্ন-উপস্থিত। উপেক্ষা-অস্বীকার ; ত্যাগ।
উপাসক-উপাসনাকর্ত্তা। উষর্ব্বুধ-অগ্নি ; অনল।
উগ্রচণ্ডা-ভগবতী ; দেবী। উগ্রশেখরা-গঙ্গা ; জাহ্নবী।
উমাপতি-শিব ; শঙ্কর। উমাসুত-কার্ত্তিকেয় ; কুমার।
উরুগায়-কৃষ্ণ ; বিষ্ণু। উচ্চদেব-কৃষ্ণ ; বিষ্ণু।
উর্ব্বশী স্বর্গবেশ্যা। উরগ-সর্প ; অহি।
উড়ুপতি চন্দ্র, শশধর। উপচার-উপকরণ ; সেবা।
উদর্চ্চি-অগ্নি ; শিব। উপতপ্ত-সন্তাপিত ; খেদিত
উকার চন্দ্র।

ঊররী-অঙ্গিকার ; স্বীকার। ঊন হীন ; ন্যূন ; অল্প।
ঊনবুক-ভীতু ; অসাহসী। ঊর্জ্জস্বল-অতিশয় বলবান।
ঊর্জ্জস্বী-তেজস্বী ; বলবান। ঊর্জ্জ-উগ্র ; মহাশক্তি।
ঊরী-অঙ্গিকার ; প্রতিশ্রুত।

ঋজু-সরল ; সোজা। ঋণমৎকুণ-প্রতিভূ ; জামিন।
ঋত সত্য ; যথার্থ ; ঋত্বিক-পুরোহিত ; যাজক।
ঋণমার্গণ-প্রতিভূ ; লগ্নক। ঋক্য-ধন।

ঋণ ধার ; দেনা। ঋভুক্ষা স্বর্গ ; বজ্র ; ইন্দ্র।

ঋক্ষ ভালুক ; ভল্লুক। ঋষ্টি-গ্রহদোষ ; অনিষ্ট।

ৠকার-স্বর্গের নাম ; স্বর্গ।

ঌকার-বেদ ; ঌ বেদর নাম। ৡ কার ; দৈবের মাতা।

একার ; এই ; নিকটবর্ত্তি। একতম-অনেকের মধ্যে এক।

একপদী-বর্ত্ম ; পন্থা ; পথ। এতর্হি-এইকালে ; এখন।

একেশ্বর-স্বাধীন ; একপ্রভু। এষ-এই ; এতদ।

এনস-পাপ ; অপরাধ। এতদঙ্গে-এইঅঙ্গে ; এইশরীরে

একাদশের একাঙ্গ যেগুর শিষ্যের ১২ মধ্যে ১১ উত্তম এ অঙ্গে। একযোনি-সহোদর ভ্রাতা।

এড়ক-মেষ ; ভেড়া! এষণ-লৌহময় বাণ।

একান্ত-নিতান্ত ; অবশ্য। একাধিপতি-একপ্রভু ; সম্রাট

ঐহিক-ইহভব ; ইহকাল। ঐন্দ্রিয়ক-প্রত্যক্ষ ; ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য

ঐশ্বর্য্য-ঈশ্বর ; সম্পত্তি। ঐন্দ্রজালিক-মায়িক ; বাজিকর

ঐশিক-ঈশ্বরসম্বন্ধীয় ; ঐশ। ঐমাধুর্য্য-ঐমিষ্টতা।

ঐরি-শত্রু ; অরি। ঐছায়াবৎ-ঐদাত্মারতুল্য সদা অনুগত।

ঐপশ্চাৎ ঐপাছে।

ওকার-পুরোবর্ত্তি এবং। ওজস-বল ; সামর্থ ; তেজঃ।

ওকঃ-স্থান ; আশ্রয়। ওষ্ঠাগত-প্রাণসংশয় ; প্রাণান্ত।

ওঝা-বিষবৈদ্য ; অহিতুণ্ডিক। ওতুপ্লুত ; উল্টা পাল্টা।

ওঝালি বিষবৈদ্যের কর্ম্ম। ওরম্বা-লম্পট ; নির্ব্বোধ।

ওঁ-বিষ্ণু ; মহাদেব ; ব্রহ্মা ওষণ-কটুরস ; ঝাল।
অ উ ম। ওষ্কাং-উষ্কাণ, লাড়ন।

ঔদ্ধত্য-পরগুণাসহিষ্ণুতা ; ঔচ্চ-ঊর্দ্ধতা ; উচ্চতা ; উন্নতি।
ঔৎকর্য্য-শ্রেষ্ঠতা ; উত্তমতা। ঔদার্য্য মহত্ত্ব ; শ্রেষ্ঠত্ব ; দাতৃত্ব
ঔরগ-সর্প সম্বন্ধীয়। ঔৎপাতিক-উৎপাত বিশিষ্ট।
ঔচিত্য-উপযুক্ততা। ঔবল-প্রথম ; আদি ; প্রধান।
ঔরৎ স্ত্রীলোক ; নরা। ঔপমা-দৃষ্টান্ত ; সাদৃশ্য।
ঔপায়িক-উপায় ; সাধ্য। ঔৎকট্য কঠিনতা ; দুঃসহ্যতা।
ঔর্ব্ব-বাড়বানল ; জলমধ্যস্থ অগ্নি।

অংশুধর-সূর্য্য, রবি ; ভানু। অংশু-কিরণ ; প্রভা, রশ্মি।
অংহ-পাপ ; পাতক। অংস-স্কন্ধ ; কাঁধ ; ভাগকৃ।
অংশুমৎ-জ্যোতিঃহতেন্যাস। অঙ্কিত-চিহ্নিত ; কৃতাঙ্ক।
অংহি স্কন্ধ গুলফ। অংশল-বলবান ; শক্তিমন্ত।
অঙ্ক-ক্রোড় ; চিহ্ন।
অঃকার-ব্রহ্ম ; প্রভু। অঃ-স্বর্গের ঈশ্বর ; আশ্চর্য্য।

ক—মস্তক ; আত্মা। ককার-সূর্য্য ; জল।
কন্দ মূল। কৃপয়া-দয়া পূর্ব্বক।
কলেবর-শরীর ; দেহ। কাশ্যপা-পৃথিবী।
কলুষ-পাপ ; দোষ ; অধর্ম্ম। করাল-ঘোর ; ভয়ানক।
কঠোর-দঠর ; কঠিন। কলিন্দ-সূর্য্য ; পর্ব্বতভেদ।

কলানিধি-চন্দ্র ; ইন্দু।
কটকী পর্ব্বত ; শৈল।
কোমল-নরম ; মৃদু।
কুর্পর ; অধীন ; কনুই।
কিরীট-মুকুট ; চূড়া।
কৃতান্ত যম ; অন্তক।
কালিঙ্গ-সর্প ; তরমুজ ; হস্তি।
ক্রমিক-ক্রমাগত ; অবিচ্ছেদে
কীলক-খোটা ; গোঁজ।
ক্রতু-যজ্ঞ ; পূজা ; যাগ।
ক্রম-চরণ ; আক্রমণ।
কর্ষণ-আকর্ষণ ; টানন।
কিঙ্কর-দাস ; সেবক।
ক্রূর-পরদ্রোহকারী ; নৃশংস।
কবল গ্রাস ; মৎস্যবিশেষ।
কাচুয়া-কপটবেশধারী।
ক্রুশ-ত্রিশূলকাষ্ঠ ; দণ্ডকাষ্ঠ।
কালবরি-যে পর্ব্বতে যেশু [মরেন ; পাপির আশ্রয়।
কৃতাঞ্জলি-অঞ্জলিবদ্ধ।
কচি-কোমল ; নূতন ; নরম।
কষ্ট-পীড়া ; ক্লেশ ; বিপদ।
কাকুতি-কাতরোক্তি ; খেদ।
কেতু-পতাকা ; নিশান।
কীর্ত্তন কথন ; গুণব্যাখ্যা।
কানন-বন ; অরণ্য ; গৃহ।

খ —আকাশ ; সূর্য্য।
খগবর্ত্তী পৃথিবী, ধরণী।
খ্যাত প্রসিদ্ধ ; খ্যাতিযুক্ত।
খগোল-আকাশমণ্ডল।
খুল্লম-পথ ; পন্থা ; মার্গ।
খারা-অকপট ; সরল।
খর্ব্ব-ক্ষুদ্র ; খাট ; ছোট।
খনি স্বর্ণাদির আকর।
খাদ-স্তম্ভ ; খাম্বা।
খইন-গভীর ; অগাধ।
খোর-খঞ্জ ; খোঁড়া ; পঙ্গু।
খো-আকাঙ্ক্ষা ; বাঞ্ছা।
খ্রীষ্ট-বিধিমতে নিযুক্ত।

গন্ধার-গণেশ ; গলস্তন ছাগ ; অজা।
গজবদন-গণেশ ; হস্তিমুখ। গগনকুসুম-অলীক ; খপুষ্প।
গতপ্রভ-প্রভাহীন ; অন্ধকার। গগনধ্বগ-সূর্য্য ; রবি।
গন্ধমাতা-অবনী ; পৃথ্বী। গভস্তি-কিরণ ; রশ্মি।
গরলী-বিষাল ; সর্প। গুলফ গোড়ারি ; গোড়মুড়।
গুণনিধি-বহুগুণাধার। গুণকৃত-উপকারী ; দাতা।
গড্ডলিকা-মেষ যুথ। গদগদ-আহ্লাদে কি খেদে [অব্যক্ত কথন।
গণবদ্ধ-দলভুক্ত ; সম্প্রদায়স্থ। গুরুপাপি-মহাপাপী।
গণ্ডমূর্খ-অতিশয়মূর্খ ; অতিশয় অজ্ঞ।
গৃহমণি-প্রদীপ ; দীপ। গণ্য-গণনার যোগ ; গণনীয়।
গতায়ুঃ-আয়ুঃশেষ। গতার্থ-অভিপ্রায়সিদ্ধ।
গতিবিহীন-গতিহীন। গবেষণ সন্ধান ; অন্বেষণ।

ঘণ্কার-ঘণ্টা ; ঠুনঠুন। ঘনঘন-মেঘধ্বনি।
ঘৃণি-কিরণ ; সূর্য্য ; জল। ঘাতন-হনন ; বধ ; মারণ।
ঘনবীথি-মেঘশ্রেণী। ঘৃষ্ট ঘর্ষিত ; পেষিত।
ঘাতন-হনন ; বধ ; মারণ। ঘুটি-গুলফ ; গোড়ারি।
ঘোষাণ-জ্ঞাতকরণ ; পড়ান। ঘোষণা উচ্চৈঃশব্দে প্রচার।
ঙকার-বিষয়স্পৃহা ; ভৈরব।

চ-চন্দ্র ; চোর। চকায়-শিব ; কচ্ছপ।
চক্রভেদনী-রাত্রি ; রজনী। চটুল-সুন্দর ; মনোহর।

চন্দ্রকান্তা-রাত্রি ; রজনী। চমক-উজ্জ্বলতা ; প্রভা।
চিত্ত-মনঃ ; হৃদয়। চিত্তাসঙ্গ-স্নেহ ; প্রেম ; প্রণয়।
চারচক্ষুঃ-রাজা ; নৃপতি ; চিত্রোক্তি-আকাশবাণী।
চটু-প্রিয়ভাষণ ; উদর। চঙ্কাঃ-শিক্ষক ; উপাধ্যায়।
চিত্রকণ্ঠ-কপোত ; পায়রা। চিদাত্মা-জ্ঞানময় আত্মা।
চেতনেশ্বর-পরমেশ্বর। চর্ম্মজ-রক্ত ; শোণিত।
চক্রধর-বিষ্ণু ; সর্প। চরণামৃত-পাদোদক।
চারুফল দ্রাক্ষা ; আঙ্গুর। চৈতন্য-জ্ঞানজনক; জ্ঞানাত্মক।
চ্যুত-ক্ষরিত ; পতিত। চক্রপাণি-শ্রীকৃষ্ণদেব।
চক্রমণ্ডলী-সর্প বিশেষ। চক্রভৃৎ-চক্রধারী ; বিষ্ণু।
চক্রী-বিষ্ণু ; সর্প ; কলু। চণ্ডালিকা-দুর্গা ; ভগবতী।
চারুগর্ভ-শ্রীকৃষ্ণের পুত্র। চরম-অন্তিম ; অবসান ; শেষ।
চণ্ডী-গৌরী ; দুর্গা। চক্রবাল দিকসমূহ ; পর্ব্বতমণ্ডলাকার ; লোকালোক।
চক্রবান্ধব-সূর্য্য ; রবি। চটুলা-বিদ্যুৎ ; চঞ্চলা।
চমু-সৈন্যসামন্ত ; পদাতি-সমুদয় ৩৬৪৫ এতাবৎ। চন্দ্রিকা-জ্যোৎস্না।
চপলা-চঞ্চলা ; অস্থিরা। কিঙ্কুড় বজ্র ; বাজ ; বিদ্যুৎ।
চিহ্নিত-চিহ্নযুক্ত ; অঙ্কিত।

ছ তরল ; নির্ম্মল। ছত্বর-গৃহ ; কুঞ্জ ; ঘর।
ছটাময়-দীপ্তিময় ; শোভা। ছাঁকনি চালুনী ; ঝাঁঝরি।
ছাঁদন-বাধন ; বাঁধা। ছুপন-আক্রমণ ; ধারণ।

ছমণ্ড-পিতৃহীনবালক। ছেপ-থুথু ; নিষ্ঠীবন।
ছড়-বড়শা ; ক্ষতচিহ্ন। ছত্রভঙ্গ-নৃপনাশ ; অরাজক।
ছেদিক-বেত্র ; বেত।

জয়-শত্রু পরাভব করণ।
জীবাধান-জীবনদান। জীবন-প্রাণ ; ধারণ।
জল্লাদ-হত্যাকারী। জগতিধর-পর্ব্বত ; ভূধর।
জীবনাকর-গজাল ; প্রেক। জলই-গজাল ; প্রেক।
জীয়ান-জীবন দানকরণ। জনপদ-বসতি স্থান ; দেশ।
জুতল-সুগঠন ; সুন্দর। জগদীশ-জগতের কর্ত্তা।
জনববল্লভ-সর্ব্বপ্রিয়। জীতেন্দ্রিয়-বশীকৃত ইন্দ্রিয়।
জজ-যোদ্ধা ; লডাক। জম্পতী-দম্পতী ; জায়াপতী।
জীবনান্ত-জীবন অন্ত। জ্যোতিঃ-নক্ষত্র ; প্রকাশ।
জলধর-মেঘ ; মুস্তক। জগদযোনি-জগতেরউৎপাদক।
জনান্তিক-অপ্রকাশ। জঙ্গমগ-কলুষ ; পাপ ; ঢাকা।
জনাশন-নেকড়েবাঘ। জম্ভভেদী-ইন্দ্র ; দেবরাজ।

ঝ-ঝঞ্ঝাবাত ; বৃহস্পতি। ঝকার দৈত্যপতি ; নিদ্রিত।
ঝল্ক-তরঙ্গপাত। ঝটিতি-দ্রুত ; শীঘ্র ; ত্বরিত।
ঝড়কন-ভৎসন ; ধমকান। ঝামরণ-কাপন ; ক্ষরণ।
ঝাপসা-দৃষ্টির অন্যথা। ঝলবাল-দীপ্তিমান ; উজ্জ্বল।
ঝুণ্ড-সমুহ ; যূথ ; ব্যূহ। ঝঝর-জলাদির পতন শব্দ।
ঝলকণ্ঠ কপোত ; পায়রা। ঝাঁঝরা-বহুছিদ্রান্বিত।

ঝঞ্ঝা-বড়ঝড়। ঝম্পা-পতন ; লাফান ; লম্ফ।
ঝাঁকন-আক্রমণ ; হেলন।
ঞ—শুক্র ; ষণ্ড ; যোগী। ঞকার-ব্যঞ্জনের দশমবর্ণ।

টকার—শব্দ ; বামন। টণ্ডাই-বিবাদ ; কলহ।
টার-গৃহ ; বাটী ; ঘর। টঙ্কার-বিস্ময় ; প্রসিদ্ধ।
টেরচা-একপেশে। টের-জ্ঞান ; সন্ধান ; প্রাপ্ত।
টহলান-ভ্রমণ। টোপর-মুকুট ; মস্তকাবরণবস্ত্র।
টেটা-লৌহময়অস্ত্রবিশেষ। টোকর-আঘাত ; চোট ; টক্কর।
টক্‌টক-রক্তবর্ণ ; লাল রং। টঙ্কন চিহ্নকরণ ; অঙ্ক।
টুণ্টক-নীচ ; অধম। টনক-কঠিন ; হঠাৎ স্মরণ।
টোকক-কুৎসাবাদী। টিট টিটকার ; উচ্চধ্বনি ; নিন্দা।
টট্টুর ভেরীশব্দ ; ঢেড়ারাধ্বনি।

ঠ -প্রতিমা ; মহাধ্বনি। ঠকার-শিব ; ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যবস্তু।
ঠক্কুর-ঠাকুর ; দেবগণ। ঠেলন হেলন ; অমান্যকরণ।
ঠৌর-স্থৈর্য্য ; চৈতন্য। ঠেস-অবলম্বন ; আশ্রয়।
ঠকঠকীতে-বিপদেতে ; দায়েতে।

ড-শিব ; শব্দ , ধ্বনি। ডকার ত্রাস ; বাড়বাগ্নি ; বাদ্য।
ডমর-ভয়ে পলায়ন। ডমরু-চমৎকার ; ডমরুবাদ্য।
ডয়ন-নভোগতি। ডাকা-দস্যু ; সাহসী ; ডাকাত।
ডহর গহ্বর ; নিম্নস্থান। ডঙ্কা-বাদ্যবিশেষ।

ডুকরণে-মনস্তাপ ; খেদ। ডিম্ভক-বালক ; শিশু।
ডিম্ভ-মূর্খ ; অজ্ঞ ; শিশু। ডলন-মর্দ্দন ; পেষণ ; ঘর্ষণ।

ঢ—টবর্গের চতুর্থবর্ণ। ঢকার-ঢক্কা ; কুক্কুর ; ধ্বনি।
ঢুনটি-গণেশ ; হৈরম্ব। ঢক্কারী-দুর্গা ; দেবী।
ঢপ-মূর্ত্তি ; ধারী ; চলন। ঢঙ্গ-খল ; শঠ ; ছলবেশ ;
ঢুনঢন-অন্বেষণ ; খোজন। ঢলা কৃশ ; শুষ্ক ; ম্লান।
ঢাণ্ডা-লোকসমূহ। ঢসন-ভগ্নহস্ত ; নিঃসরণ।

ণ-জ্ঞান ; নিশ্চয় ; শিব। ণকার-জল ; দান ; গ্রীষ্মাগার
ণকারালঙ্কার-জ্ঞানালঙ্কার।

ত্বং-তুমি। ত্রাতা রক্ষাকর্ত্তা ; রক্ষক।
ত্বং-ভিন্ন ; পৃথক। তনু-শরীর ; দেহ ; সূক্ষ্ম।
ত্রয়-তিন ; ত্রিসংখ্যারূপ। তীর্ণ-উত্তীর্ণ ; অভিভূত।
তক্ষা-সূত্রধর ; ছুতার। ত্রিবিষ্টপ স্বর্গ ; সুরলোক।
তাতার-পিতার। ত্রিকালজ্ঞ-যে তিনকাল জানে।
তবীষ-স্বর্গ ; সমুদ্র ; স্বর্ণ। তর্ণ-বৎস ; শিশু ; শাবক।
তুণ্ডে-বদনে ; মুখে। তীক্ষ্ণ-খর ; উষ্ণ ; উগ্র ; প্রজ্ঞ
তান-গানাঙ্গ ; বিশেষ। লৌহ ; যুদ্ধ ; শীঘ্র।
তিমির-অন্ধকার ; অজ্ঞান। তর্ণি-সূর্য্য ; ভানু ; রবি।
তপন-সূর্য্য ; গ্রীষ্ম ; দাহ ; তলোদরী-ভার্য্যা ; স্ত্রী।
নরক। তনয়-সন্তান ; আত্মজ ; সুত।

তনয়া কন্যা; পুত্রী; সুতা।

ত্রিত্ব-তিন; পিতা; পুত্র; পরিত্রাণ।

তন্নং-তাহানয়ং; খণ্ডং।

তম-অন্ধকার; পাপ; শোক।

তচ্চিন্তা-তাহার চিন্তা।

তরঙ্গ-লহরী; ঢেউ; ঊর্ম্মি।

তরুনখ-কণ্টক; কাঁটা।

তল-অধোভাগ; নিম্ন; তলা।

তলাতল-রসাতল; পাতাল।

তাদর্থে-তৎপ্রয়োজনে।

ত্বরা-বেগে; শীঘ্র; দ্রুত।

তর্ণিদিন-রবিবার; বিশ্রামবার।

তরল-চঞ্চল; দীপ্তিযুক্ত;

তাত-পিতা; জনক; আর্য্য।

তল্লজ-প্রশস্ত; উৎকৃষ্ট, উত্তম।

তলিনে-শয্যাতে; বিরলে।

তোয়-জল; সলিল; বারি;

তঙ্ক শোক; ত্রাস; শঙ্কা, কুঠার;

তঙ্কী-তত্ত্ব; অনুসন্ধান; অন্বেষণ।

তুষ্টীক-মৌনী; নিঃশব্দ।

তরণী নৌকা; তরি; [illegible]

তপস্যা-পুণ্যোদ্দেশে; ক্লেশজনক কর্ম্ম, ঈশ্বর সেবা।

তৎ-সেই; তিনি; তাহা।

তৃণমৎকুন-প্রতিভূ; লগ্নক।

তীরিত-সমাপ্ত; সিদ্ধ।

তৃতীয়-তিনের পূরণ।

থ-রক্ষণ; মঙ্গল; ভয়-চিহ্ন; পর্ব্বত।

থানা-আড্ডা; চৌকি-স্থান; দস্যুদের মিলন-স্থান।

থুবড়ন অধোমুখেপতন; নত হইয়া পড়ন।

থকার ভয়; ধ্বংশ, ভক্ষণ; ব্যাধি বিশেষ।

থরং-কম্পান্বিত; কম্পিত।

থূৎকার-থুথু ফেলন; নিষ্ঠীবন-ত্যাগানুকরণ।

থুতি-মুখ; চিবুক; দাড়ি।

থা-স্থান; স্থির; নিশ্চিত।

দ-ভার্য্যা ; অচল; দাতা। দকার-দান, ভাগ করণ।

দণ্ডদাতা-শাসন কর্ত্তা ; শাস্তা ; রাজা; বিচারক। দারা-স্ত্রী ; ভার্য্যা ; পত্নী। দরিত-ভীত ; ত্রাসিত ; শঙ্কিত ;

দ্বয়-দুই ; উভয় ; যুগ্ম। দণ্ডধর-রাজা ; ভূপতি ; যম।

দর্শান-দেখান ; দর্শন করান ; প্রকাশন। দক-জল ; সলিল, বারি।

দণ্ডনায়ক-সেনাপতি ; সেনানী।

দ্রুনখ-কণ্টক কাঁটা। দর্দ্দর-পর্ব্বত ; গিরি ; ঈষদ্ভগ্ন ;

দুর্ব্বৃত্ত-দুর্জ্জন ; দুরাত্মা উপদ্রবী ; অবাধ্য। দণ্ডকাষ্ঠ-ফাঁসিকাষ্ঠ, ক্রুশকাষ্ঠ। দেহান্তে-পঞ্চত্ব ; তনুত্যাগে।

দারুণ-ভয়ানক ; কঠিন অসহ্য। দিবোকা-চাতকপক্ষি ; দেবতা। দৃকপাত-অবলোকন ; দৃষ্টিপাত।

দদন-দান ; বিতরণ। দীননাথ-দরিদ্র পালক ; দীনরক্ষক

দানসৌণ্ড-অতিশয়-দাতা ; বদান্যতা। দীন-দরিদ্র ; দুঃখি ; ম্লান ; দৃষ্টান্ত উদাহরণ ; উপমা।

দ্যো-স্বর্গ ; সুরলোক। দুর্দ্দিন-মন্দদিন ; ঝড় ; বাদল ; বিপৎকাল।

দুর্ব্বল-কৃশ ; অশক্ত অসমর্থ ; বলহীন। দুর্গতি-ক্লেশ ; দুরবস্থা ; দরিদ্রতা

দ্বেষ-হিংসা ; শত্রুতা, বিরোধ। দূষ্য-নিন্দনীয় ; দূষণীয় ; বস্ত্র। দান্ত-সুশাসিত ; বশীভূত।

ধ-ধন।

ধকার-ধর্ম্ম; ব্রহ্ম ; কুবের। ধ্যান-চিন্তন ; ভাবন ; যোগ।

ধীন্দ্রিয়-জ্ঞানেন্দ্রিয় ; মন-শচক্ষুঃ। ধ্বান্ত-অন্ধকার ; তমঃ।

ধৃক্কি-কিরণ ; রশ্মি ; দীপ্তি।

ধন্দা-দৃষ্টিভ্রম, অন্ধতা; ভ্রম।
ধূম্রলোচন-কপোত; পায়রা।
ধৈর্য্য-স্থিরতা; ক্ষমা সহিষ্ণুতা।
ধরণী-অবনী, পৃথিবী।
ধাম-গৃহ; বসতি স্থান; দেশ, প্রভা; আলো।
ধড় দেহ; কায়; শরীর।
ধন্য-কৃত কর্ম্মা; সাধু; ভাগ্যবান, পুন্যবান।
ধ্বংসক-নাশ কর্ত্তা; বিনাশক; হিংসক।
ধাওন-ধাবন; দৌড়ন।
ধারাঙ্গ-তীর্থ; খড্‌গ।
ধর্ম্মময়-পুন্যময়; শুভাদৃষ্ট সব।
ধাবন-বেগে গমন; দৌড়ন।
ধী-মতি; জ্ঞান; বুদ্ধি।
ধীর-পণ্ডিত; ধৈর্য্যান্বিত; অচঞ্চল; প্রজ্ঞ।
ধারণ-গ্রহণ; অবলম্বন; রাখন; ঋণ গ্রহণ।
ধরিত্রী-পৃথিবী; অবনী; পৃথ্বী।
ধরা-পৃথিবী; গর্ভাশয়; মেদ; ধৃত; রক্ষিত।
ধার-দেনা; ঋণ; জলধারা।
ধ্বংস-নাশ; ভ্রংশ; হনন।
ধ্বনি-নাদ; শব্দ; রব; বাক্য বিশেষ।

ন প্রশংসা, নহে, নিষেধ; নকার-বোদ্ধ; গণেশ; বন্ধন, রণ। দান।
নাগ-সর্প; রং; রাং; হস্তী, সীস, নাগকেশর ফুল।
নিটল-কপাল; ভাল।
নিগড়-বেড়ী; লৌহ নির্ম্মিত শৃঙ্খল।
নিস্ত্রিংশ-খড্‌গ; অসি; নিষ্ঠুর।
নাশা-নাশ বিশিষ্ট; নষ্টকারক, ছিদ্র রোধ করণ।
নভাক-তমঃ, অন্ধকার; তিমির।
নফর-ভৃত্য; সেবক; চাকর।
নিষেধ নিবারণ, বারণ, মানাকরণ।

নাশ্য-নষ্ট করিবার যোগ্য; বিনশ্বর, অনিত্য।
নরী-নরজাতীয়স্ত্রী; নারী, অবলা।
নগ-বৃক্ষ; পর্ব্বত; অচল।
নেত্র-চক্ষু; নয়ন; অক্ষি।
নিদেশ-আজ্ঞা; আদেশ; অনুমতি।
নির্ঘাত-বাতাসের অভিহত হইয়া; যে শব্দ হয়; মহাশব্দ বজ্রাঘাত
নিরঞ্জন-বিসর্জ্জন, ত্যাগ, নির্ম্মল; নিষ্কলঙ্ক।
নশ্বর-নাশ্য; ধ্বংসযোগ্য, অস্থায়ী।
নিরন্তর-নিবিড়, ঘন, অনবরত; অবিচ্ছেদ; সর্ব্বদা।
নির্ব্বাসন-দূরীকরণ; নগরাদিহইতে বাহির করণ।
নীর-জল; সলিল; পয়।
নিকারণ-মারণ; বধ করণ।
ন্যুব্জ-বক্র; কুব্জ; অধোমুখ।

নরান্তক-রাক্ষস; কৌনপ; যম।
নিষ্ঠুর-পুরুষ; কঠোর; নির্দ্দয়; ক্রূর।
নিষ্কাশন-দূরীকরণ; তাড়ন; বহিষ্করণ।
নেহারণ-দর্শন; অবলোকন, দেখন।
নগ্ন-নেংটা; বিবস্ত্র; দিগম্বর।
নিত্য-স্থির; নিশ্চিত, সনাতন।
নিঃশেষ-সম্পূর্ণ, সমাপ্ত, শেষরহিত
নিশাপাল-চৌকিদার; প্রহরী।
নিবাস-গৃহ; বসতি স্থান।
নিঃশঙ্ক-নির্ভয়; নিরাপদ।
নির্ব্বাসন-দূরীকরণ, নগরাদি হইতে বাহির করা।
নিস্তারক-ত্রাণকর্ত্তা; উদ্ধারকর্ত্তা।
নাথ-স্বামী; প্রভু; প্রতিপালক।
নরমেধ-যে যজ্ঞে মনুষ্য বধ করিয়া আহুতি দেয়।
নীরনিধি-সমুদ্র; সাগর; জলধি।
নিরস্ত-ক্ষান্ত; নিবৃত্ত; নিরাকৃত।

নামাঙ্কিত-নামচিহ্নিত ; নাম খোদিত।
নরকীলক গুরুহত্যাকারী ;গুরুঘ্ন।
নরেশ্বর-দেশাধিপতি ;
নিস্তুল-অসম ; অসদৃশ ; অতুল ; তুলনারহিত।
নিঝুম-নির্ব্বাত ; নিঃশব্দ।
নিম্ন-অধঃ ; নীচ ; নাবাল ; গম্ভীর।
নিস্বন-শব্দ ; ধ্বনি ; নিনাদ।
নাচিকেতু অগ্নি ; অনল ; বহ্নি।
নিরাশ-আশ শূন্য ; হতাশ।
নেত্রাম্বু-অশ্রু ; চক্ষুর জল।
নিষ্প্রভ-প্রভাহীন ; দীপ্তি রহিত।
নিগ্রহ-তাড়না ; প্রহার ; ক্লেশ।

নমস-প্রণাম ; নতি।
নগ্নক-প্রতিভূ ; জামিন।
নভঃ-আকাশ ; গগন ; শ্রাবণমাস।
নমস্য-পূজ্য ; নমস্কারের যোগ্য।
নির্ম্মল-মলরহিত ; স্বচ্ছ ; শুদ্ধ।
নৃপতি-রাজা ; ভূপতি।
নৃপবর-শ্রেষ্ঠরাজা ; রাজাধিরাজ।
নির্ভর-অতিশয় ; অবলম্বন ; ভরসা।
নয়ন-চক্ষু ; নেত্র ; অক্ষি ; প্রাপ্তি।
নলকীল-জানু ; জঙ্ঘা ; হাঁটু।
নিখুঁত-নির্দ্দোষ ; দোষহীন।
নির্ণয়-নিশ্চয় ; অবধারণ।
নৈকট্য-নিকটভাব ; সামীপ্য।
নির্ব্বাণ-অস্তগমন ; অন্তর্দ্ধান ; মোক্ষ
নিধন-ধ্বংস ; নাশ, অদর্শন।
নিরুপায়-উপায়হীন ; আশ্রয়হীন।
নিখিল-সমস্ত ; সমগ্র, সকল।
নিরাহার-অভোজন ; অনশন।
নক্ত-রাত্রি ; নিশা ; রজনী ; যামিনী
নিরস-রসহীন ; রসাভাব, শুষ্ক।
নভোমণি-সূর্য্য ; ভানু ; দিবাকর।

প-রাজপুত্র; সাস্ত্বা। পকার-পবন; পত্র।

পয়োধর-মেঘ; স্তন। পরম-উৎকৃষ্ট, প্রধান, আদ্য, শ্রেষ্ঠ

পুরাতন ইতিহাস, প্রাচীন বৃত্তান্ত।

পুন্য-শুভাদৃষ্ট, ধর্ম, সুকৃতি।

পণ্ড-ক্লীব, নপুংসক, নিরর্থক।

পর্য্যটন-সর্ব্বতোভাবে ভ্রমণ।

প্রাজ্ঞ-পণ্ডিত, নিপুণ, দক্ষ।

পূর্ব্বাপর-অগ্রপশ্চাৎ।

পর্য্যেষণা-গবেষণা; অন্বেষণ, অনুসন্ধান।

প্রতিমা-প্রতিমূর্ত্তি, প্রতিকৃতি, প্রতিবিম্ব, প্রতিচ্ছায়া।

পূজারি-দেবলব্রাহ্মণ, পূজাজীবী।

প্রণিপাত-প্রণাম; প্রণতি, নমস্কার।

প্রদক্ষিণ-চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ, দক্ষিণাবর্ত্তে, দেবতার উদ্দেশে ভ্রমণ।

পটল-গ্রন্থ, পরিচ্ছেদ, ছাদ, বৃক্ষ।

পুরাণ-ব্যাসাদি মুনি প্রণীত গ্রন্থ বিশেষ, প্রাচীন।

প্রায়শ্চিত্ত-পাপক্ষয়, মন্ত্রসাধন কর্ম্ম, পাপনাশন কার্য্য।

পচত-সূর্য্য, অগ্নি, ইন্দ্র। পূষা-সূর্য্য, রবি, ভাস্কর।

পাদ্যার্ঘ-পাদপ্রক্ষালনার্থ জল ও পূজার দ্রব্য।

পাদোদক-চরণামৃত, পাদ ধৌত জল।

পানীয়-পানের দ্রব্য, দ্রাক্ষারস।

পূজা অর্চ্চনা, যজন, উপাসনা।

পদার-চরণধুলা। পূজিল দেবতা, পূজ্য, মান্য।

পূত-পবিত্র, শুদ্ধ, শস্থ, পঞ্চত্ব মৃত্যু, মরণ, পাঁচের ধর্ম্ম।

পুদ্গল-আত্মা, দেহ, শরীর, সুন্দরাকার।

প্রপঞ্চ বিপর্য্যাস, ভ্রম, বিস্তার, জগৎ, সংসার।

পতন-পতিত হওন, পাত, পড়ন।

প্রকীর্ত্তন-প্রস্তাবন, বর্ণন, কথন।

পল্লবী বৃক্ষ, দ্রুম, তরু।

পালক-রক্ষক, পোষক, শাসন কর্ত্তা।

পদ্মপাণি সূর্য্য, ব্রহ্মা, পদ্মহস্ত।

পতি-প্রভু, স্বামী, নায়ক, অধিপতি।

প্রসবন-উৎপাদন, জন্মান।

প্রোক্ত-কথিত, প্রকর্ষে, উক্ত।

প্রভা-দীপ্তি, আলোক, প্রকাশ।

পয়োধি-সাগর, সমুদ্র, বারিনিধি।

পতঙ্গ-সূর্য্য, ফড়িঙ্গ, পক্ষী পারদ চন্দন।

পর্ব্বধি-চন্দ্র, বিধু, শশাঙ্ক।

পুং-পুংলিঙ্গ, পুরুষ বাচক, নর।

পেশল-চারু, মনোহর, সুন্দর, নিপুন, ধূর্ত্ত, দক্ষ।

পত্নী-বিবাহিতা স্ত্রী, ভার্য্যা, দারা।

পরাৎপর-শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ, ঈশ্বর।

পুত্রী-কন্যা, দুহিতা, পুত্রবান।

প্রসাদ-প্রসন্নতা, অনুগ্রহ, নৈর্ম্মল্য।

প্রমাদ-অনবধানতা, ভ্রম।

প্রজ্ঞপ্তি-সঙ্কেত, জ্ঞাতকরণ।

প্রাশন-ভোজন, প্রকৃষ্ট।

প্রতারণা-প্রবঞ্চনা, মিথ্যা ছলনা।

পূতাত্মা-পবিত্র স্বভাব, শুদ্ধ দেহ, নিষ্পাপ শরীর।

পাদপ-বৃক্ষ, তরু, দ্রুম, গাছ।

প্রফুল্ল-বিকসিত, উৎফুল্ল, বিকাস যুক্ত।

প্রকৃতি-স্ত্রী, শক্তি স্বভাব, ধর্ম্ম।

প্রাণান্ত-প্রাণাবসান, প্রাণ শেষ, মরণ।

প্রবঞ্চক-প্রতারক, শঠ।

প্রীত-প্রীতিযুক্ত, প্রমুদিত।

প্রীণ-পুরাতন, প্রীত, সন্তৃপ্ত।

প্রয়াস-প্রযত্ন, শ্রম, ক্লেশ আয়াস।
পুলকিত-হর্ষিত, আহ্লাদিত।
প্রসূ মাতা, ঘোটকী।
পূর্ণ-পূরিত, ভরা, সাঙ্গ।
পর্য্যুদস্ত-একেবারে নিষিদ্ধ।
প্রসূত-প্রসবকরা, উৎপন্ন।
প্রসূতিজ দুঃখ, ক্লেশ, যাতনা।
পন্নগ-সর্প, উরগ, অহি।
পৃদাকু-ভুজঙ্গ, বৃশ্চিক,
প্রতিশ্রব-অঙ্গিকার, প্রতিজ্ঞা।
প্রাণস্থল-অন্তর, বক্ষস্থল।
প্রত্যক-পশ্চিম দিক, পশ্চিমদেশ।
প্রৈষ্য-দাস, ভৃত্য, প্রেরণীয়।
প্রত্যক্ষ-স্পষ্ট, সাক্ষাৎকার।
প্রত্যাদেশ দৈববাণী, নিরাকরণ।
পর্ষৎ-পরিসদ, সভা, সমাজ।
প্রদর্শন-ঈক্ষণ, দেখন, প্রকাশন।
পতিতপাবন-পতিতেরপবিত্রকারী।
প্রমুদিত-হৃষ্ট, আহ্লাদিত, আনন্দিত।
পদান-স্তব করণ, সংকীর্ত্তন।
প্রতিম-তুল্য, সদৃশ, সমান।
প্রগ্রীব-অশ্বশালা, গবাক্ষদ্বার।
পল-অত্যল্পকাল, তৃণ, মাংস।
পচত-সূর্য্য, অগ্নি, ইন্দ্র।
পরিধাবন পশ্চাতে দ্রুত গমন, চিন্তন, বিবেচন।
পপি-চন্দ্র নিশাকর।
পদ্মবন্ধু-সূর্য্য, দিবাকর; ভ্রমর।
প্রাঞ্জল-সোজা, সরল, ঋজু।
প্রবোদ্ধা-পরিজ্ঞাপক, বোধ দাতা।
প্রচ্ছনা-আমন্ত্রণ, নিমন্ত্রণ।
প্রভূত-প্রচুর, যথেষ্ট, উন্নত।
প্রাসাদ-গৃহ, অট্টালিকা; রাজগৃহ, বড়গৃহ।
প্রবীণ নিপুণ, অভিজ্ঞ, বিজ্ঞ, যোদ্ধা কৃতীকুশল।

পরিণয় বিবাহ দার-পরিগ্রহ।
পারিষদ সভাস্থ, সভাসদ, সভ্য।
পাশ-রজ্জু গুণ সূত্র, দড়ী।
প্রাণাকর-জীবনাকর, বলাকর।
পর্য্যটন সর্ব্বতোভাবে ভ্রমণ।
পরমার্থ-উৎকৃষ্ট, বস্তু যথার্থ, তত্ত্ববিষয়।
প্রতিনিধি-মুখোর, সদৃশ, তৎস্বরূপ বদলি
প্রচ্ছাদন-উত্তরীয়বস্ত্র, প্রাবার, আচ্ছাদন,
পরি-সর্ব্বতোভাবে শেষ, উপসর্গবিশেষ।
প্রেরিত-প্রেষিত, নিয়োজিত।
পয়ান-গতি, প্রস্থান।
পরিজ্ঞান নিশ্চয় বোধ, সর্ব্বতোভাবে অবগত।
প্রবোধ কর্ত্তা,-চেতন কর্ত্তা, ধর্ম্মাত্মা।

পাণীয়-পানযোগ্য, পেয়।
পয়ঃ-জল, ক্ষীর, দুগ্ধ।
পাথিস-সমুদ্র, চক্ষু, জল।
পর্য্যবসান-প্রাপ্তি, শেষ, পরিণাম।
পশ্য-দেখ, প্রশংসা, বিস্ময়।
পৃথুল-মহৎ, বড়, বিস্তৃত।
পদব্রজ পদ দ্বারা গমন, পায়েচলন
পল্লি-পাড়া, ক্ষুদ্রগ্রাম, কুঠী।
প্রতিশ্রব-অঙ্গিকার, স্বীকার।
পর্ব্ব-উৎসব, আনন্দ, গাঁইট।
পিতর-প্রস্তর, যেশুর শিষ্যমৎস্যধারী
পিতৃকানন-শ্মশান, সমাধি, কবর।
প্রতিশীর্ষ-প্রতিনিধি, বদলি, যামীন
পিনাক-শূল, ত্রিশূলের ন্যায় ক্রুশ।
প্রবুদ্ধ-পণ্ডিত, প্রফুল্ল, চৈতন্য-প্রাপ্ত; জাগ্রত।
প্রাদুর্ভাব-মহিমা, প্রকাশ।
প্রসহ্য-হটাৎঅকস্মাৎ, বলপূর্ব্বক।
প্রবোধ-প্রকৃষ্ট জ্ঞান, চৈতন্য, বিনিদ্রত্ব।
প্রত্যাবলোকন-পুনর্ব্বার দর্শন।
প্রতিক্ষণ পৌনঃ পুনা বারবার ক্ষণে ক্ষণে।

প্রত্যয়-বিশ্বাস, নিশ্চয় জ্ঞান। পদাঙ্ক-পদচিহ্ন, পায়ের দাগ।
প্রক্ষালন-ধাবন; ধৌতকরণ, মার্জ্জন
প্রত্যাগমন-ফিরিয়া আসা, পুনারাগমন।
পাদবন্দন-চরণ সেবন, পদে প্রণতি করণ। ফনধর-সর্প, ভুজঙ্গ, অহি।
ফটস্ফীত-অহির মস্তক তোলন।

ফটা-ফণা, দম্ভ কিতব। ফুল্লি-বিকাশ, প্রকাশ, স্ফুটন।
ফলিত-ফলজাত বৃক্ষ, ফল বিশিষ্ট। ফন্দি-ছল, ছুতা, প্রতারণা।
ফাঁদ-ফাঁশ পাশ, জাল।
ফাঁড়া-রিষ্টি, আপদ, বিভ্রাট। ফেরব-শৃগাল, রাক্ষস, হিংস্রক
ফলদ-ফলদাতা, অভীষ্টপ্রদ, সফল
ফুল্ল-বিকশিত, পুষ্প, ফুল। ফুষি-নির্ধন দরিদ্র, নিস্ব, তুচ্ছ।
ফর-ঢাল, ফলক, তক্তা।
ফাল-হলোপকরণ; লাঙ্গলস্থ ভূমি। ফলভূমি কর্ম্মফল ভোগ স্থান।
ফলগ্রাহক-ফলগ্রাহক; ঈশ্বর।
ফিতি-পাপ, নিষ্ফল, বাক্য; কোপ। ফলশ্রুতি-কর্ম্মফল; শ্রবণ, ফল-প্রশংসা।
ফলমুখ-শস্য, সংগ্রহকাল, ফল পাড়িবার সময়।

ব-বাহু; বরুণ; জলাধিপতি।
বকার-জলপাত্র, বায়ু, বদন-মুখ, আস্য, আনন, বথন।
বপুঃ-শরীর প্রশস্ত-আকৃতি। বেপন-কম্পন, কাপন, লড়ন।
বর্ব্বর-পামর, নীচজাতি, মূর্খ, অজ্ঞ।

বৃধসান-মনুষ্য, মানব মনুজ।
বিমীয়তে-পাপেতে, কলুষেতে, অধর্ম্মেতে।
বপিল-তাত,জনক, পিতা, বাপ।
বাসুকি-সর্পেররাজা, অনন্ত, ফণিরাজ
বসুধা-ধরণী, পৃথিবী, পৃথ্বী।
বায়ুকেতু ধুলি, ধুলা, পাংশু।
বনান-নির্ম্মান, গঠন, রচন।
বনিতা, ভার্য্যা, স্ত্রী মাত্র।
বিপিন-বন, কানন, অটবী অরণ্য।
বল্গ-সুন্দর, সুশ্রী, মনোহর।
বিচিত্র-আশ্চর্য্য, বিস্ময়, চমৎকার।
ব্রজ-পল্লী, গোষ্ঠ।
ব্রজ্যা-পর্য্যটন, ভ্রমণ, বর্গ, সমূহ।
বিরিঞ্চন সৃষ্টিকর্ত্তা, বিধাতা, ব্রহ্মা।
বিশ্বস্রষ্টা-সৃষ্টিকর্ত্তা, ঈশ্বর,
বিহ্বল-ব্যাকুল, ভয়াদি হেতুক।
বিভ্রৎ-ভরণপোষণ-কর্ত্তা, ধারণকারী
বদান্য-দাতা, দানশীল, মুক্ত হস্ত।
বিভু-প্রভু, শঙ্কর, ব্রহ্মা, বিষ্ণু।
বিমল-নির্ম্মল, স্বচ্ছ, পরিষ্কার চারু।
বিলোকন-অবলোকন, নিরীক্ষণ, দর্শন, দেখন।
বিশ্রাম-বিরাম, শ্রম শান্তি।
বিরাম-নিবৃত্তি, বিরতি অবসান, শেষঃ বিশ্রাম, ক্ষান্তি।
বিভা-প্রভা, কিরণ প্রকাশ, শোভা, বিবাহ।
বিনীতাত্মা-নম্রমনা, শিষ্ট, সাধু।
বিধি-ব্যবস্থা কাল, বিধিবাক্য, বিধাতা।
বর্জ্জন-ত্যাগ, ছাড়ন, পরিহার।
বায়ুরোষা-রাত্রি, নিশা, রজনী।
বাগ্দত্তা-বাক্য দ্বারা সম্বন্ধস্থির, বাগ্দান।
বীজপুরুষ-আদিপুরুষ বংশের মূলব্যক্তি।
বিনিময়-বদল, পরিবর্ত্ত, পরিদান।

বিপক্ষ-শত্রু, রিপু, অরি, বিপক্ষ। বিষধর-সর্প, ভুজঙ্গ, সাপ।
বিগম-নাশ, অপগম, অন্তর্ধান।
বধয়-মার, প্রাণহত্যা, হননকর। বাগ্দণ্ড-বাক্য দ্বারা ভৎর্সনা, তাড়না।
বিপুল-বৃহৎ, প্রকাণ্ড, ব্রত-শ্রুতপুন্য কর্ম্মার্থে উপবাস ইত্যাদি কর্ম্ম।
বিকীর্ণ-বিক্ষিপ্ত, ছড়ান।
বল্লি-পৃথিবী, লতা। বল্কিল-কন্টক, কাঁটা।
বয়ান-ব্যাখ্যা, অর্থ, মুখ। বাসিষ্ট-রক্ত, রুধির, শোণিত।
বিগলিত-স্খলিত, পতিত, ক্ষরিত।
বিলোচন-চক্ষু নয়ন, নেত্র। বাগ্দত্ত-বাক্য দ্বারা দান।
বোধন-বিজ্ঞাপন, জানান।
বিভাকর-সূর্য্য, রবি, দিবাকর, মার্ত্তণ্ড, ব্যাপন্ন-মৃত, নষ্ট, গতাসু।
বিকলাঙ্গ-স্বভাবতঃ ন্যূনাঙ্গ, অঙ্গহীন, খঞ্জ প্রভৃতি।
বিশ্ব-সমুদায়, ব্রহ্মাণ্ড, জগৎ বন্দন-প্রণাম, ভক্তিপূর্ব্বক স্তবকরণ
বনদ-মেঘ, বারিদ, বনদাতা। বাহন-হস্তি, অশ্ব, রথাদি, যান।
বিক্রম-সৌর্য্যাতিশয়, অতিশয়বল
বচলু-শত্রু, অরি, রিপু দোষ। বঞ্চন-প্রতারণ, ঠকান।
বারেক-একবার, এক সময়, সকৃৎ।
বোধ-জ্ঞান, বুদ্ধি, অনুমান। বিবলস-বাইবেল, ধর্ম্মপুস্তক।
বরণডালা-বরণের উপকরণ পাত্র, প্রার্থন নৈবেদ্য সম্ভ্রম।
বপুঃস্রব-শরীরস্থ রস-ধাতু, রক্ত। বিলোকন-অবলোকন, নিরীক্ষণ,

বিমোক্তা-ত্রাণকর্ত্তা, মোচনকারক।

বিভব-ধন, সম্পত্তি, ঐশ্বর্য্য, মোক্ষ।

দর্শন, দেখন।

ব্যাপদে-মৃত্যুতে বিপদে, আপদে।

বাষ্প-চক্ষুর জল, অশ্রু লোহ, উষ্মা।

ভ- ভকার-

ভুবনেশ্বর-জগদীশ্বর

ভোঃ-সম্বোধনার্থ, প্রশ্নার্থ, আভিমুখ্যার্থ।

ভ্রংশক-নষ্টকারী, বিচ্ছেদকারী।

ভুজঙ্গ-সর্প, অহি, লম্পট।

ভক্ত-অনুরক্ত, অনুগত, সেবক।

ভবাব্ধি সংসাররূপসমুদ্র, ভবসাগর।

ভবান-তুমি, যুষ্মদর্থ।

ভাবিক-ভবিক, মঙ্গল, শুভ কল্যাণ।

ভা-দীপ্তি, প্রভা, কিরণ।

ভীরু-ভয়শীল, ত্রস্নু, অজা, ছাগ।

ভক্তবৎসল-ভক্তানুগ্রাহক, ভক্তের প্রতি স্নেহ।

ভগবান-প্রভু, ঈশ্বর, মহৎ পুরুষ।

ভরণ্যু-মিত্র, অগ্নি, ঈশ্বর, চন্দ্র।

ভূ-পৃথিবী, ভূমি, যজ্ঞাগ্নি।

ভূয়োভূয়ঃ-পুনঃ২ বারম্বার।

ভূরিষ্ট-প্রচুর, অধিক, যথেষ্ট।

ভূমিবর্দ্ধন-মৃত্যু, নিধন, শব, মড়া।

ভবৎ যুষ্মদর্থ, বক্তনার্থ।

ভগ-ইচ্ছা, জ্ঞান, বৈরাগ্য, কীর্ত্তি, মাহাত্ম্য, ঐশ্বর্য্য, ধর্ম্ম, যশ, সৌভাগ্য।

ভবদীয়-তোমার, যুষ্মৎ সম্বন্ধীয়।

ভবন্তি-বর্ত্তমান কাল, উপস্থিতকাল

ভদ্রসমাচার-মঙ্গল সমাচার।

ভাষ-কথা, বাক্য, পদ।

ভ্রেষণ-চলন, গমন।

ভূলোকা উনুই, জলাকর।

ভবন-গৃহ, আলয়, ভাব, বাটী, উৎপত্তি হওন।

ভ্রুক্ষেপ-ঈষৎ অবলোকন।

ভূস্পৃক-মানব মনুষ্য, ভূমি স্পর্শ কারী।

ভীষণ-ঘোর, ভয়ানক।

ভদ্রনিধি-মহাদান বিশেষ।

ভরণ্ড-পতি, স্বামী, রাজা, ভূপাল।

ভদ্রাসন-নৃপাসন, সিংহাসন, বসত-বাটী।

ভূধর-পর্ব্বত, গিরি, শৈল।

ম-

মহাত্মা-উত্তমস্বভাব-যুক্ত, মহাশয়।

মহি-পৃথ্বী, ধরণী।

মহাপথ-মৃত্যু, রাজবর্ত্ম, যে পথে না ফেরে।

মমতা-আত্মতুল্য স্নেহ বা অনুরাগ।

মঙ্গলকর-শুভকর, কল্যাণ দায়ক।

মকার-

মেসাত্মা-প্রতিশ্রুত, ত্রাণকর্ত্তা, অভিষিক্ত।

মর্ত্তস্থ-অবনীস্থ, পৃথিবীস্থিত।

মর্ম্মকীল-স্বামী, প্রভু, ভর্ত্তা।

মেধ-ক্রতু, যাগ, যজ্ঞ।

মর্ত্ত-মনুষ্য, সদ্য, উপনীত, ব্রাহ্মণ

মোক্তা-মোচনকর্ত্তা, ত্রাণকর্ত্তা।

মরুৎপ্লব-সিংহ কেশরী মৃগেন্দ্র

মদার-শটধূর্ত্ত, শুকর, কামুক।

মহানাদ-বৃহদশব্দ, হস্তী, সিংহ উষ্ট্র শঙ্খ, কাহ্ল। বাদ্য।

মঞ্জু-মনোজ্ঞ, সুন্দর, চারু, মনোহর।

মনোরম-মনোজ্ঞ, মনোহর সুন্দর

মধুজা-পৃথিবী, ধরণী, ধরিত্রী।

মনোরথ-ইচ্ছা, বাঞ্ছা, মনের বাসনা

মৃত্যুঞ্জয়-মৃত্যুজয়কারী।

মনোরঞ্জক-মনের আনন্দ জনক

মর্ত্তব্য-নাশ্য, মারিবার যোগ্য।

মাহাত্ম্য-মহাত্মতা, প্রভাব, মহত্ত্ব।

মমতা-আত্মতুল্যস্নেহ বা অনুরাগ।

মূর্দ্ধা-মস্তক-মস্তক, শিরঃ, মাথা।

মর্ত্যলোকেশ-রাজা, ভূপতি, নরেশ।

মনুজ-মনুষ্য, মানুষ, নর।

মনোহর-মনোজ্ঞ, সুন্দর, স্বর্ণ।

মেধ্য-পবিত্র, পূত, শুচি, যজ্ঞীয়।

মোদিত-হর্ষযুক্ত, আহ্লাদিত।

মণিমান-মণিবিশিষ্ট, রত্নভূষিত।

মণিমন্দির-রত্নময়গৃহ, মণিমণ্ডপ।

মঙ্গলবাদ-কল্যাণ প্রার্থনা; কুশল কথন।

মন্যু-যন্ত্রণা,খেদ, তাপ, জ্বালা।

য ।   যকার-

যাবজ্জীবন যাবদায়ু, জীবন পর্য্যন্ত।

যাচনীয়-ভিক্ষণীয়, ভিক্ষা করিবার যোগ্য; প্রার্থনীয়।

যুগল-যোগ, যোড়া।

যজ্ঞভূমি-যাগস্থান, যজ্ঞস্থল।

যজি-যষ্ট, যজমান, যাগকারী।

যজ্ঞেশ্বর-যজ্ঞের অধিষ্ঠাতা।

যুষ্মদ্ তুমি, সম্মুখস্থ-

যাত্রা-প্রস্থান,গমন, দেশভ্রমণ।

যাপন-কালক্ষেপণ, কাটান।

যাবযুক্তা-আলতামাখা, রাঙ্গাপদ।

যজ্ঞভাজন-যজ্ঞপাত্র।

যজত-পুরোহিত, ঋত্বিক।

যজন-যাগকরণ, পূজন।

যজ্ঞান্ত-যাগশেষ, যজ্ঞ সাঙ্গ।

যথোচিত-যথাযোগ্য, ন্যায়মত।

যুষ্মদীয়-ভবদীয়, তোমার।

যত্রতত্র-যেখানে সেখানে, যথাতথা।

যশঃশেষ-মৃত্যু,মরণ, ধ্বংস।

র- রকার-

রৌরব ঘোর, নরক, ভয়ানক, ধূর্ত্ত।
রাশীকৃত-বহুল, পুঞ্জীকৃত।
রুহিরুহিকা-উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ, ভাবনা।
রোধ্র-অপরাধ, পাপ। রোদস-স্বর্গ, আকাশ।
রৌক্ষ্য-রুক্ষতা, রুক্ষত্ব, নিঃস্নেহতা।
রিপু শত্রু, বৈরী, বিপক্ষ।
রিশ-হিংসা, দ্বেষ, ঈর্ষা।
রূঢ়-জাত, প্রসিদ্ধ, প্রকৃতি।
রদ-দশন, দন্ত, দাঁত, খোঁড়ন।
রশ্মি-কিরণ, প্রভা, রজ্জু।
রোষ-ক্রোধ, কোপ। রুদ্ধ-আবৃত, আটক, কয়েদ।
রসনা-জিহ্বা, রসনেন্দ্রিয়।
রোম-জল, তনুরুহ, লোম।
রুদিত-ক্রন্দন, কাঁদন, বিলাপ।
রুক-বহুপ্রদ, বহুল-দাতা, মহাবদান্য।
রোধ্রত-পাপে রত, রোধ্রপাপ, রুলুব্ধ, দোষ, অপরাধ।
রড়ন-শীঘ্রগমন, দৌড়ন।
রেতৃজা-বালি, বালুকা।
রথ-পদ, চরণ, দেহ, কায়, স্যন্দন, চক্রবিশিষ্ট, যুথাশ্বমান।
রাশীকৃত-পুঞ্জ, স্তূপ।
রিঙ্খন-স্খলন, রক্ষণ। রুচিত-মিষ্টবস্তু, স্বাদু দ্রব্য।
রসন-আস্বাদন, রসগ্রহণ।
রেণু-ধূলি, পাংশু, গুঁড়া।
রুহ-আরোহণ, জাত, উৎপন্ন।
রুদ্রভূ-শ্মশান,
রক্ষিত-প্রতিপালিত, রক্ষা করা।
রত্নসূতে-পৃথিবীতে, ধরণীতে।

ল-　　　　　　লকার-

লট্ট-দুর্জ্জন, দুষ্ট। লণ্ডভণ্ড-উচ্ছিন্ন, প্রচ্ছিন্ন, ব্যতিব্যস্ত।

লোকান্তর-পরলোক, মৃত্যু। লোকেশ্বর-ভুবনেশ, রাজা।

লোকযাত্রা-সংসারযাত্রা।

লোকাপবাদ-জনসমক্ষে নিন্দা। লজাক-যেশুর শিষ্য ৪ দিনের মরা তাহাকে শ্মশান হইতে উঠান।

লপন-মুখ, বদন, ভাষণ, কথন। লাঞ্ছিত-ভর্ৎসিত, তিরস্কৃত, নিন্দিত

লজ্ঝা আঘাত, প্রহার, মারণ।

লোকনাথ রাজা, শিব, ব্রহ্মা, বিষ্ণু। লগ্নক-প্রতিভূ, জামীন।

লষিত-বাঞ্ছিত, ইষ্ট, অভীষ্ট।

লোহ লৌহ, রক্ত, রুধির, অন্তক। ললিত-সুন্দর মনোজ্ঞ, কোমল, নরম।

লোচন-চক্ষু, নেত্র, নয়ন।

লাস-মৃতদেহ, শব। লষণীয়-স্পৃহণীয়, বাঞ্ছনীয়।

লঞ্জের-চরণের, লঞ্জ, পাদ, কচ্ছ, কাছা। লীঢ়ন-আস্বাদন, লীঢ়, আস্বাদিত।

লেহ্য-অমৃত, সুধা, লেহনীয়, চাটিবার যোগ্য।

লগড়-চারু, মনোহর, সুন্দর।

লঙ্ঘন-উপবাস, অতিক্রম, লম্ফন, ডিঙ্গান।

বকার-

বিলোপ একেবারে লোপ, নাশ, ধ্বংস। ব্যাকুলাত্মা-শোকাভিহতচিত্ত, উদ্বিগ্নমনা, উৎকণ্ঠিত অন্তঃকরণ।

বিচিত্র-আশ্চর্য্য, বিস্ময়, চমৎকার, নানাবর্ণ।

বদান্য-বদান্য, বহুপ্রদ, দাতা, উদার। বণীক যাচক, প্রার্থক, ভিক্ষুক।

বয়ুন, জ্ঞান, জ্ঞাত। বোধন-বিজ্ঞাপন, জানান।

শকার-

শ্রয়ণ-আশ্রয়, অবলম্বন।

শোভন সুন্দর, শোভাজনক।

শ্রদ্ধা-দৃঢ়ভক্তি, দৃঢ় বিশ্বাস, আদর।

শুশ্রূষণ-উপাসনা, সেবা, পরিচরণ।

শয়থ-অজগরসর্প।

শিতান-বালিশ উপধান, শিয়র।

শাবর-পাপ, অপরাধ, মৃগচর্ম্ম।

শাদ-কর্দ্দম, কাদা, তৃণ,ঘাস।

শাল্মলি-নরক, শিমুলগাছ।

শ্রীযশু-প্রভাময়, সত্যত্রাণকর্ত্তা।

শ্রোণ-পঙ্গু, খোঁড়া।

শ্রেণি-পংক্তি।

শুভ-ক্ষেম, মঙ্গল কল্যাণ।

শ্রীপতি-পৃথিবীনাথ, নারায়ণ।

শ্রিত-সেবিত, আশ্রিত।

শস্ত-কল্যাণ, শরীর, শুভ, প্রশস্ত।

শৃঙ্গিণ-মেষ, মেড়া, ভেড়া।

শরণ্য-রক্ষক, রক্ষণার্থ, আশ্রয়দানে সমর্থ।

শোধন-শুদ্ধকরণ, নির্দ্দোষকরণ।

শোণিত-রক্ত, রুধির, কুঙ্কুম।

শুভঙ্কর-মঙ্গলকারক, ক্ষেমঙ্কর।

শ্বাসহেতি-নিদ্রা, ঘুম।

শতধৃতি-স্বর্গ, ইন্দ্র, ব্রহ্মা।

শসন-মারণ, যজ্ঞার্থে পশু হনন।

শ্বস্তন-ভবিষ্যদ্বস্তু, ভবিষ্যৎ।

শ্বসন-নিঃশ্বাস, বায়ু।

শ্বান কুক্কুর, কুকুর।

শ্লক্ষ্ণ-মনোজ্ঞ, মনোহর, অল্প।

শক্ন প্রিয়ভাষী প্রিয়ম্বদ।

শ্রুতি-শ্রবণ, কর্ণ, শ্রোত্র, বেদ।

শ্রোত্র-কর্ণ, কাণ।

শরণী-পথ, বর্ত্ম, মার্গ।

শোভা-দীপ্তি, কান্তি, দ্যুতি।

শান্ত্বিত-যাহাকে স্বান্তনা করা গিয়াছে।

শাড-শব্দ, স্পন্দ, স্পর্শজন্যবোধ।

শান্ত-উপশম প্রাপ্ত, শমিত্ব, জিতেন্দ্রিয়, শিষ্ট।

শমক-শান্তিকারক, শান্তিকর্ত্তা।

শান্তি-কামক্রোধাদির প্রশম, উপশম।

ষকার-

ষড়ঙ্গ-ছয় অঙ্গের জয়কারী; বিষ্ণু।

ষড়রিপু-কাম; ক্রোধ; লোভ; মোহ, মদ; মাৎসর্য্য।

ষড়ধা-ছয়প্রকার; ষড়বিধ।

ষড়ভুজা-দেবীবিশেষ; খরমুজা।

ষোডশী-যজ্ঞপাত্রবিশেষ; দশ মহাবিদ্যান্তর্গত বিদ্যাবিশেষ।

ষড়ানন-কার্ত্তিকেয়; স্কন্দ; কুমার।

ষোড়শোপচার-ষোল প্রকার পূজার উপকরণ।

ষটকর্ম্ম-অধ্যাপন; অধ্যয়ন; যজন; যাজন; দান; প্রতিগ্রহ; এই ছয়।

ষহসানু যজ্ঞ; ক্ষমাবান; ময়ূর।

ষড়বক্ত্র-কার্ত্তিকেয়; কুমার; ছয়মুণ্ড।

ষড়বিন্দু-বিষ্ণু; কীটভেদ।

ষষ্ঠী-কাত্যায়নী; দেবীবিশেষ।

ষষ্ঠীকা-চামুণ্ডা; দেবীবিশেষ।

ষোড়শভুজা-ষোড়শহস্তযুক্তা; ভগবতী।

ষিড়্গ লম্পট; কামুক; ইত্যাদি।

ষোড়শাঙ্গ ষোলপ্রকারগন্ধদ্রব্যযুক্তধূপ।

সকার-

সঙ্কৎ-প্রতারক; বঞ্চক।

সাকার আকারবিশিষ্ট, মূর্ত্তিমান।

সবিত্রী-মাতা; জননী; প্রসবকারিণী।

সদনে আলয়ে; গৃহে; গেহ।

স্বীয়-স্বকীয়; নিজ; আত্মসম্বন্ধীয়।

সনাতন-নিত্য; সর্ব্বদা; ভাবী; বিষ্ণু; শিব; ব্রহ্মা।

সিন্ধুশয়ন-প্রভু; নারায়ণ।

স্বয়ম্ভূ-স্বয়ং জাত; প্রজাপতি।

স্রষ্টা-সৃষ্টিকর্ত্তা; প্রজাপতি।

সুরম্য-সুরমণীয়; মনোহর।

সু-ভাল; সুন্দর; শোভন।

সাদর-আদরযুক্ত; মান্য।

সমীক্ষণ-সম্যক প্রকারে দর্শন।

স্বস্তিবচন-মঙ্গলকথন; মাঙ্গল্যকর্ম্মারম্ভ।

সস্ত্রীক-জায়া স্বামী উভয়।

শ্বাপদ-ব্যাঘ্রাদি;

স্রংসন-অধঃপতন; চ্যুত হওন।

সম্ভাষণ-কথন; আলাপন।

সচিব-মন্ত্রী; পরামর্শী; সহায়।

সম্মাতুর-ধার্ম্মিকা স্ত্রীর সন্তান।

সমর্দ্ধক-বরদ; বরদাতা।

সার্থক-ফলজনক সফল।

সমীক্ষণ-সম্যক প্রকারে দর্শন।

সমানোদক-একোদক; চতুর্দ্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত, জ্ঞাতি।

স্বন-শব্দ; ধ্বনি।

সমুদ্ধার-সম্যক প্রকারে উদ্ধার।

সন্তমস-চতুর্দ্দিক আচ্ছন্নকারী অন্ধকার; সর্ব্বতোব্যাপি অন্ধকার।

সূর-সূর্য্য; ভাস্কর; আকন্দবৃক্ষ।

স্তনপান্তে-প্রায় যুবকালে।

সোমত্ত-যুবা; তরুণ; বলবান্।

সুধী-বিদ্বান; পণ্ডিত; সুন্দর বুদ্ধিবিশিষ্ট।

সুধীর-অতিশয় শিষ্ট; অতি শান্ত।

সিদ্ধি-নিষ্পত্তি; সুমঙ্গল, ভাঙ্গ।

সহসা-হঠাৎ; অকস্মাৎ।

সত্রী-গৃহপতি; সদা দান বা যজ্ঞাধিকারী

সংরূঢ়-অঙ্কুরিত; সমক্ষ-চক্ষুর; সমীক।
জাত; উৎপন্ন। সজ্ঞুষিত-সমাব; ঘোষণাশ্রয়; প্রচারিত।
সৌবস্তিক-পুরো সলিল-জল; বারি; উদক।
হিত; যাজক। সম্বোধন-আভিমুখ্যবিধান; আমন্ত্রণ।
স্তনপ-অতিশিশু, সর্ব্বসহ-পৃথিবী, ধরণী।
দুগ্ধপোষ্য। স্তেন-চৌর, তস্কর।
স্রুত-ক্ষরিত.চ্যুত। সঙ্কাশ-সদৃশ, তুল্য, সমান।
সমুত্থান-ঊর্দ্ধগ- সংজ্ঞপন-হনন, মারণ, বিজ্ঞাপন।
মন, সম্যক প্রকারে উত্থান।
সানুমান-পর্ব্বত, সন্ধ্যারাগ-সিন্দুর, সন্ধ্যাকালের ন্যায় র-
গিরি, শৈল। ক্তবর্ণ।
সতীর্থ-পরস্পর- সমীক্ষণ-সম্যক প্রকারে দর্শন।
এক গুরুর শিষ্য, এক ধর্ম্মাক্রান্ত, একাশ্রমী।
সঞ্জতল-যোড়হস্ত, স্তোত্র-স্তব, গুণগান।
যুক্তকরতলদ্বয়। সমুদ্গা-সপুটিক, কৌটা, আচ্ছাদনে,
স্রক-মালা, হার, মাল্য। মোহর করা।
সংশ্রয়-আশ্রয়, উ- সংশয়-সন্দেহ, দ্বৈধ জ্ঞান।
পায়, গতি। সর্ব্বেশ্বর-সকলের অধিপতি, রাজাধি-
সর্ব্ববিৎ-পরমেশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ। রাজ।
সর্ব্বজিৎ-বিশ্বজয়ী, সর্ব্বব্যাপি-সর্ব্বত্র স্থিতি, সর্ব্বগত।
সকলের জয়কর্ত্তা। সুরপুরী-স্বর্গপুরী, অমরাবতী।
সুপন্থা-সৎপথ, ধ- সোপান-পইটা. সিঁড়ি, সুচনা।
র্ম্মমার্গ। সানুকুল-সহায়, সপক্ষ, প্রসন্ন।

সেথুয়া-পথদর্শক, সঙ্গী। সাথী-সহায়, অনুচর, সঙ্গী।
স্বেদ-ঘর্ম্ম, স্বেদন, ভাঁবরা।
স্রস্ত-চ্যুত, ক্ষরিত, বিগলিত। সুদণ্ড-বেত্র, বেত।
সমিক-বড়সা-শেল, শল্য।
সলিল-জল, উদক। সত্বর-শীঘ্র' দ্রুত, তূর্ণ।
স্পর্শমণি স্পর্শ-মাত্রে স্বর্ণজনক পাতরবিশেষ, পরশ পাতর। সংশুদ্ধি-শরীর মার্জ্জন, সম্যকশোধন।
সত্যধন-ধার্ম্মিক। সাশ্রুলোচন-সজল নয়ন।
সান্তর-বিরল, নির্জ্জন, অন্তরের সহিত বর্ত্তমান। স্বোবশ্রীয়-কল্যাণ, মঙ্গল, শুভ।

হ- হকার-

হতপ্রভ-প্রভাহীন, অন্ধকার। হতভাগ্য দুর্ভাগ্য, মন্দভাগ্য, পোড়া-কপাল।
হীন-রহিত অধম, নীচ, গর্হ্য, উন। হর্ত্তাকর্ত্তা-সৃষ্টিস্থিতিকারক, বিধাতা।
হেডজ-ক্রোধ, কোপ, রোষ।
হুবনায়-অনল, বহ্নি। হেয়জ্ঞান-তুচ্ছবোধ অপকৃষ্টজ্ঞান।
হ্রস্ব-খর্ব্ব, লঘু, বামন, ছোট। হ্রাস-ক্ষয়, শব্দ, ক্ষীণতা, ম্লানতা।
হস্তাঘাৎ-চাপড়, চপেটাঘাৎ।
হতাদর-অসম্মান, অমর্য্যাদা, অবজ্ঞাত। হাত্র-মারণ, প্রমথন, বেতন।
হেমন্ত-হিমাগম, অগ্রহায়ণ পৌষমাস।
হয়শালা-অশ্বালয়, আস্তাবল। হিতক-শিশু, বালক।
হ্রিণীয়া-লজ্জা, ঘৃণা ত্রপা।

হোতা-হোমকর্ত্তা। হব্যাশ-অগ্নি, হুতা
হবন-হোম অগ্নিতে ঘৃতপ্রক্ষেপ। হনন-ঘাতন, বধ, মারণ, বলিদান।
হুঙ্কার গর্জ্জন, গভীরধ্বনি, ভয়ঙ্করশব্দ
হবনী-হোমকুণ্ড, হোমস্থান। হব্য-হননীয়দ্রব্য, হোমার্থ বস্তু।
হৃদয়েশ-স্বামী, কান্ত, পুরুষ।
হৃদয়েশা-স্ত্রী, ভার্য্যা। হৃৎকম্প-হৃদয়কম্পন, বক্ষস্থলধড়্‌ধড়্‌শব্দ
হন্তা-হননকর্ত্তা, ঘাতক, বধকারক। হৃদয়ঙ্গম-মনোনীত, মনলগ্ন, চিত্তপ্রবোধক।
হোম-ঈশ্বরোদ্দেশে হবি মাংস দধি করা। হেমমালী-রবি, সূর্য্য, ভাস্কর, দিবাকর
হরনেত্রদিনে তৃতীয়দিনে। হর্ম্মুটবার-রবিবার, হর্ম্মুট, ভানু।
হলা-পৃথিবী, জল।

ক্ষ- ক্ষকার-

ক্ষিতি-পৃথিবী, ক্ষয়, প্রলয়। ক্ষেমঙ্কর-মঙ্গলকারক, শুভজনক।
ক্ষেম-কুশল, লব্ধ, রক্ষণ।
ক্ষেত্র-ভূমি, ক্ষেত। ক্ষত্র-শরীর, দেহ, কায়া।
ক্ষিতিকণ-ধুলি, ধুলা, পাংশু। ক্ষিতিপাল-রাজা, পৃথিবীর ঈশ্বর।
ক্ষৌণি-পৃথিবী, ধরণী।
ক্ষতজ-রক্ত, শোণিত। ক্ষিন্ন-দুঃখিত, ক্ষুব্ধ, খেদিত।
ক্ষুৎ-চিহ্ন, দাগ, কলঙ্ক। ক্ষীরাদ-শিশু, বালক।
ক্ষ্মাতল-ধরাতল, ভূতল, পৃথিবীতল।

ক্ষিপক-যোদ্ধা, বীর, লড়াক।

ক্ষণার্দ্ধ-অত্যল্পক্ষণ, অল্পসময়।

ক্ষুব্ধ ক্ষোভবিশিষ্ট, কাতর, ক্ষুণ্ন, বিমর্ষ।

ক্ষিপ্র-শীঘ্র, দ্রুত, ত্বরায়।

ক্ষালন-প্রক্ষালন, ধৌতকরণ।

ক্ষেপণ-যাপন, কালহরণ, ফেলন।

ক্ষোভ-মনস্তাপ, দুঃখ, সঙ্কলন।

ক্ষমাবান-ক্ষান্তিযুক্ত, ধৈর্য্যশীল, সহিষ্ণু।

ব্যঞ্জনের ঊনত্রিংশৎ বর্ণ, অন্তস্থ বর্ণের চতুর্থ বর্ণ, এবং ত্রয়োবিংশৎ বর্ণ তুল্যার্থ বকার।

প্রার্থনা।

পরামনন কর কেননা স্বর্গের রাজ্য সন্নিকুট। এই জগতে আমরা কিছুই আনি নাই এবং কিছুই লইয়া যাইতে পারিব না। অতএব তুমি কিরূপ শিক্ষা পাইয়াছ ও শ্রবণ করিয়াছ, তাহা স্মরণ করিয়া পালন কর, এবং মন ফিরাও। যদি বল পাপ নাই তবে ভ্রান্তিতে আছ সদোষ স্বীকার কর ক্ষমা পাবে। যে ডালে অধিক ফল ধরে সেই ডাল নত হয় যে মাটিতে জন্মিয়াছ সেই মাটির উপর তুমি তবে নম্র হও মানুষের উপর প্রত্যাশা করিও না। অধ্যক্ষদের শরণাগত না হইয়া পরমেশ্বরকে আশ্রয় কর। মানুষকে লজ্জা কর, ঈশ্বরকে ভয় কর। আপনার পরীক্ষা কর। নিজ মনকে জিজ্ঞাসা কর, হে মনঃ আমি কেমন লোক। পরের গুহ্য প্রচার করিও না। সত্য বাক্য নির্ভয়ে বলিও। হঠাৎ উৎকট বাক্য প্রচার করিও না।

পরদুঃখে দুঃখি ও পরসুখে সুখি হও। তুমি যে কোন কর্ম্মে হস্তার্পণ করিতে পার, তাহা যত্ন পূর্ব্বক কর, কেননা তুমি যে স্থানে যাইতেছ, সেই পিতৃকাননে কোন কার্য্য, কি উপায়, কি বুদ্ধি, কি জ্ঞান, কিছু নাই। তোমরা আপনাদের আপনি নও। যেহেতুক বিশেষ মূল্যে ক্রীত হইয়াছ, অতএব তোমাদের শরীর ও তোমাদের আত্মা উভয় দিয়া ঈশ্বরেরই মহিমা প্রকাশ কর, কেননা উভয় ঈশ্বরের আছে, আর শরীরাচারী হইয়া জীবন ধারণ করিলে তোমরা মরিবা, কিন্তু আত্মা দ্বারা যদি শারীরিক কর্ম্ম ব্যাপাদান কর, তবে বাঁচিবা, এই জন্যে তোমাদিগকে বলি প্রার্থনার সময়ে যাহা যাহা যাঞ্চা কর তাহা পাইবা এমত বিশ্বাস করিও তাহাতে প্রাপ্ত হইবা। তোমরা ভোজন পান প্রভৃতি যে কোন কর্ম্ম কর সে সকলই ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশের নিমিত্ত কর।

হে আমার ধর্ম্মস্বরূপ ঈশ্বর আমি প্রার্থনা করিলে আমাকে উত্তর দেও, অনুগ্রহ করিয়া আমার প্রার্থনা শুন। হে প্রভো! তোমার আবাসে কে প্রবাস করিবে, যে জন সরলাচরণ ও

ধর্ম্মকর্ম্ম করে ও মনের সহিত সত্য কথা কহে, এবং জিহ্বাতে কাহারও গ্লানি করেনা সেই জন। হে পরমেশ্বর! আমি তোমার নিবাস মন্দিরকে ও তোমার মহিমার বসতি স্থানকে, প্রেম করি, পরমেশ্বর আমায় বল ও ঢাল স্বরূপ আমার মন তাঁহাতে নির্ভর করাতে আমি উপকার পাই আমি তোমার স্মরণাগত, অতএব আমাকে কখন লজ্জিত হইতে দিও না তুমিই আমার পর্ব্বত ও দুর্গস্বরূপ, শোকেতে আমার জীবৎকালও দেখতে আমার বয়স গেল, অপরাধ দ্বারা আমার বলক্ষীণ ও অস্থি সকল বিশীর্ণ হইল, আমি আপন অপরাধ স্বীকার করিতেছি, ও পাপের নিমিত্তে মনস্তাপ করিতেছি।

হে আমার মনঃ কেন শোকার্ত্ত হও! ঈশ্বরের অপেক্ষা কর, তিনি মঙ্গল দাতা ও পুরুষানুক্রমে আমার আশ্রয় স্থান. আমি ঊর্দ্ধ্ব দৃষ্টি করি আমার উপকার কোথা হইতে হইবে। যিনি স্বর্গমর্ত্তের সৃষ্টি কর্ত্তা, সেই পরমেশ্বর হইতে আমার উপকার হয়। তিনি তোমার চরণকে, বিচলিত হইতে দিবেন না, তোমার রক্ষাকারী নিদ্রা যাইবেন না।

হে ইস্রায়েলের রক্ষাকারী কখন নিদ্রা কি তন্দ্রা যান না। পরমেশ্বর তোমার রক্ষা কর্ত্তা, ও পরমেশ্বর তোমার দক্ষিন দিক স্থিত ছায়াস্বরূপ। দিবসে সূর্য্য এবং রাত্রিতে চন্দ্র তোমাকে আঘাত করিবে না। পরমেশ্বর তোমাকে সমস্ত আপদ হইতে রক্ষা করিবেন তিনি তোমার প্রাণ রক্ষা করিবেন পরমেশ্বর অদ্যাবধি সদাকাল পর্য্যন্ত তোমার বহির্গমন ও ভিতরে আগমন রক্ষা করিবেন আমি তোমারই তুমি আমাকে পরিত্রাণ কর আমি দ্বিমনা লোককে ঘৃণা করি তোমার প্রমাণ বাক্য আশ্চর্য্য এই জন্যে আমার মন তাহা পালন করে, তোমার বাক্যের উদয় দীপ্তি প্রদান করে ও অবোধের বোধ জন্মায়।

হে প্রভো! আমার রব শুন, আমার বিনতি বাক্য তোমার কর্ণগোচর হউক। আমার চক্ষু তোমার প্রতি আছে, আমি তোমার শরণাগত আমার প্রাণকে ফেলিয়া দিওনা, তোমার প্রচুর কৃপানুসারে আমার তাবৎ অপরাধ মার্জ্জনা কর, আমি নিজ অপরাধ স্বীকার করিতেছি আমার পাপ সর্ব্বদাই আমার সাক্ষাতে আছে। আমি তোমার

বিরুদ্ধে দোষ করিয়াছি, দেখ অপরাধে আমার জন্ম হইয়াছে, ও পাপেতে মাতার গর্ভে ধারণ করিয়াছে আমাকে প্রক্ষালন কর, তোমার সম্মুখ হইতে দূর করিওনা তোমার উদার আত্মার দ্বারা আমাকে ধারণ কর। হে প্রভু আমার ওষ্টাধরকে মুক্ত কর তাহাতে আমার মুখ, তোমার প্রশংসা প্রকাশ করিবে। তুমি বলিদানের প্রয়াস কর না নতুবা তাহা দিতাম এবং হোমেতেও তোমার সন্তোষ নাই। ঈশ্বরের গ্রাহ্য যাগ ভগ্ন আত্মা। হে ঈশ্বর তুমি ভগ্ন ও চুর্ণ অন্তঃকরণকে তুচ্ছ করিবা না। হে পরমেশ্বর আমি তোমার নামের প্রশংসা করিব কেননা সে উত্তম! সেই নাম আমাকে তাবৎ বিপদ হইতে রক্ষা কর।

হে আমার মনঃ পরমেশ্বরের ধন্যবাদ কর হে আমর অন্তরস্থ সকল তাঁহার পবিত্র নামে ধন্য বাদ কর। হে আমার মন পরমেশ্বরের ধন্যবাদ কর ও তাঁহার সকল দান বিস্মৃত হইওনা, তিনি তোমার তাবৎ পাপ মার্জ্জনা করেন ও তোমার সকল রোগের শান্তি করেন এবং বিনাশ হইতে তোমার প্রাণকে উদ্ধার করেন এবং স্নেহ ও দয়া-

রূপ মুকুটেতে তোমাকে ভূষিত করেন এবং উত্তম দ্রব্যে তোমার মুখকে তৃপ্ত করেন, তাহাতে উৎক্রোশ পক্ষির ন্যায় পুনর্ব্বার তোমার নূতন যৌবন হয়

ঈশ্বরকে জানা কর্ত্তব্য।

তুমি ঈশ্বরের বিষয়ে আপনাকে জ্ঞাত করিয়া শান্ত হও, তাহাতে তোমার মঙ্গল হইবে।

ঈশ্বর অদ্বিতীয়।

বস্তুতঃ দেবতা কিছু নাই, এবং এক ঈশ্বরো দ্বিতীয়ো নাস্তি, ইহা আমরা জানি।

সৃষ্টিকর্ত্তাই ঈশ্বর।

যাঁহা হইতে তাবৎ বস্তু ও যাঁহার নিমিত্তে আমরা সৃষ্ট হইয়াছি, এমন পিতাস্বরূপ আমাদের অদ্বিতীয় ঈশ্বর আছেন।

নম্র লোকের প্রতি ঈশ্বরের দৃষ্টি।

পরমেশ্বর কহেন, যে জন নম্র ও ক্ষুণ্নমনাঃ ও আমার কথাতে কম্পিত এমত লোকের প্রতি আমি দৃষ্টিপাত করিব।

সত্যভজনা।

ঈশ্বর আত্মাই; আর তাঁহার ভজনা করিতে গেলে আত্মা দিয়া সত্যরূপে ভজনা করিতে হয়।

ঈশ্বর অতুল্য।

হে ঈশ্বর, দেবগণের মধ্যে তোমার তুল্য কে আছে? এবং তোমার সমান পবিত্রতাতে আদরণীয় ও ভয়ানকত্ব প্রযুক্ত স্তবনীয় ও আশ্চর্য্য ক্রিয়াকারী কে আছে?

প্রত্যয় বিনা আরাধনা বিফল।

প্রত্যয় ব্যতিরেকে ঈশ্বরকে তুষ্ট করা অসাধ্য ঈশ্বর যে বর্ত্তমান ও আপনার অন্বেষণকারিগণের পুরস্কারদাতা এমত প্রত্যয় করা ঈশ্বরের শরণাগত লোকের কর্ত্তব্য।

ঈশ্বরাশ্রিত লোক সুরক্ষিত হয়।

যাহারা পরমেশ্বরকে ভয় করে, তাঁহার দূত তাহাদের চতুর্দ্দিগে থাকিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করে।

নরের প্রতি নির্দ্দয় জন ঈশ্বরের অভক্ত।

যে জন নিজ ভ্রাতাকে ঘৃণা করিয়া, "আমি ঈশ্বরকে প্রেম করিতেছি,, এমত কথা বলে, সে মিথ্যাবাদী, কেননা আপনার যে ভ্রাতাকে দেখে

তাহাকে যদি প্রেম না করে, তবে যাঁহাকে দেখে নাই এমতঈশ্বরকে কিপ্রকারে প্রেম করিতেপারে।

ভ্রাতার প্রতি নির্দ্দয় জন ঈশ্বরের অভক্ত।

আপনি সাংসারিক ধনবান হইলেও যদি কেহ আপন ভ্রাতার দীনতা দেখিয়া তাহার প্রতি আপনার দয়া বোধ করে, তবে তাহার অন্তরে ঈশ্বরের প্রেম কি প্রকারে থাকিতে পারে ?

সন্তানের পিতৃ আজ্ঞাবহ হওয়া উচিত।

হে বালকগণ, তোমরা সমস্ত বিষয়ে পিতা মাতার আজ্ঞা পালন কর, কেনমা এই কর্ম্ম প্রভুর সন্তোষজনক হয়।

সন্তানের প্রতি পিতার কর্ত্তব্যাচরণ।

হে পিতা সকল, তোমরা আপনং সন্তানদিগকে প্রতিপালন কর।

ধার্ম্মিকের প্রতি ঈশ্বর অনুকূল।

ধার্ম্মিকগণের প্রতি পরমেশ্বরের দৃষ্টি ও তাহাদের প্রার্থনার প্রতি তাঁহার কর্ণ আছে; কিন্তু দুষ্কর্ম্মিদের প্রতি পরমেশ্বর বিমুখআছেন।

সমাপ্ত।